NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ কেরলম এবার পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছে, আত্মবিশ্বাসী মোদী

পশ্চিম এশিয়ায় ৩৫০০অতিরিক্ত মার্কিন সেনা মোতায়েন ৭

কলকাতা ৩০ মার্চ ২০২৬ ১৫ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৮৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.03.2026, Vol.19, Issue No. 287, 8 Pages, Price 3.00

শুটিংয়ের অবসরে তালসারির সমুদ্রে তলিয়ে চিরসূর্যাস্তে অরুণোদয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবাসরীয় ছুটির দিনে স্টুডিওপাড়ায় মর্মান্তিক খবর। শুটিং সেটেই নেমে এল শোকের ছায়া। দিঘার অদূরে তালসারি সমুদ্রসৈকতে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারালেন টলিউড অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুরের এই ঘটনায় স্তব্ধ সহকর্মীরা, স্তম্ভিত বিনোদন জগত।

ইউনিট সূত্রে জানা গিয়েছে, 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের দৃশ্য শুটিং চলছিল সমুদ্রতটে। কাজের মাঝেই খানিক অবসর মিলতেই জলে নামেন অভিনেতা। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যায়। সেই সময় জোয়ার চলে আসে।উত্তাল ঢেউ আচমকা তাঁকে টেনে নিয়ে যায় গভীরে।তখনই তলিয়ে যান বলে খবর। দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। টেকনিশিয়ানরা উদ্ধার করেন। জলে ডুবে মৃত্যু বলেই প্রাথমিক খবর। উপস্থিত সহকর্মীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি জলের তলায় হারিয়ে যান।

সন্ধে ছ'টা নাগাদ দিঘা হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বলে খবর। হাসপাতালে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন দিঘা হাসপাতালেই ময়নাতদন্ত হওয়ার কথা।ঘটনাস্থলে থাকা এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, এক মুহূর্তে সবকিছু বদলে গেল, আমরা বুঝতেই পারিনি কীভাবে উনি জলের নীচে চলে গেলেন।শুটিং দলের এক সদস্যের কথায়, 'আমরা দ্রুত উদ্ধার করেছি, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল 'শোনা যাচ্ছে, বেশ কিছুক্ষণ জলের তলায় ছিলেন তিনি। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি না-ফেরায় তখন তাঁকে আনতে যাওয়া হয়।

মাত্র ৪৩ বছর বয়সে এই আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের আবহ গোটা ইন্ডাস্ট্রিতে। সহকর্মীদের অনেকেই এখনও বিশ্বাস করতে

পারছেন না ঘটনাটি। ইতিমধ্যেই প্রশাসন পুরো ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। সমুদ্রস্নানের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে এই ঘটনার পর।

সাহিত্য ও সিনেমা জগতের ক্ষেত্রে এটি অপূরণীয় ক্ষতি, সে কথা বলার অবকাশই রাখছে না।বড়পর্দা, ছোটপর্দা ও থিয়েটারে অবাধ বিচরণ ছিল বছর তেতাল্লিশের রাহুলের। 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকে রাহুলের অভিনীত চরিত্রটি দর্শকও দারুণ উপভোগ করছিল।

২০০০ সালে 'চাকা' দিয়ে শুরু বাংলার ছবির পথচলা। 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছবি জনপ্রিয়তার শিখরেপৌঁছেছিলেন রাহুল। জুটি বেঁধেছিলেন প্রিয়ঙ্কা সরকারের সঙ্গে। পরে তাঁর সঙ্গেই প্রেম ও বিয়ে। তাঁদের এক পুত্রসন্তানও রয়েছে। ছেলে সহজের কথা ভেবেই দূরত্ব ভুলে স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারের সঙ্গেই আবারও একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

২০০৮ 'আবার আসব ফিরে' ও 'জ্যাকপট'-এ নজর কাড়ে তাঁর অভিনয়। 'জুলফিকার' ছবিতে দেখা গিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। 'বিদায় ব্যোমকেশ' ও 'ব্যোমকেশ গোত্র' ছবিতে তাঁর সেই দুই সত্বাই যেন মিলেমিশে গিয়েছিল। অভিনয় জগতের বাইরেও তাঁর খ্যাতি ঈর্ষণীয়। সাহিত্যচর্চা থেকে রাজনীতির বাকবিতণ্ডা, সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন ফ্রন্টফুটে।২০২৫ সালের ছবি 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এও অভিনয় করেছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকে অভিনয় করছিলেন। কিছু দিন আগে 'ঠাকুমার ঝুলি' ওয়েব সিরিজেও দেখা গিয়েছে।ছেলের নামেই শুরু করেন নিজের পডকাস্ট চ্যানেল 'সহজ কথা'। সেই রাহুলকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ তাঁর সহকর্মী, আপনজনরা।

মেয়ের সামনেই মা খুন, ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে কসবার বোসপুকুর রোডে ঘটল শিহরণ জাগানো খুনের ঘটনা। পরিবারের অন্দরেই ছুরির আঘাতে প্রাণ হারালেন ৪২ বছরের স্বপ্না সিং। অভিযোগের তীর তাঁর স্বামী বিনোদ সিংয়ের দিকে। ইতিমধ্যেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোর ৪টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। তবে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে, যখন রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলাকে কলকাতা ন্যাশনাল

কসবা

মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মৃতার কিশোরী মেয়ে। পুলিশের কাছে তার বয়ান, বাবা-মায়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। হঠাৎই বাবা ছুরি দিয়ে মাকে আঘাত করতে শুরু করে।মেয়ের চোখের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন স্বপ্না। চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এলেও ততক্ষণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। পরিবারের এক সদস্যের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ, প্রায় ১৮ লক্ষ বাদের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। তবে মোট কত নাম অন্তর্ভুক্ত হল এবং বাদ গেল, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট ছবি সামনে আসেনি। কমিশন সূত্রের খবর, এদিনের তালিকায় প্রায় ২ লক্ষ ভোটারের নাম প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ মোট ৩৫ লক্ষ প্রকাশিত। যদিে ৪০ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে ই-সাইন সম্পূর্ণ না হওয়ায় তালিকা প্রকাশ করা যায়নি। মোট নিষ্পত্তিকৃত নামের মধ্যে প্রায় ৪৫ শতাংশ বাদ পড়েছে বলে ইঙ্গিত মিলছে। সেই হিসেবে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৮ লক্ষের কাছাকাছি নাম বাদ গিয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গেরুয়ার গড়ে উন্নয়নের পুঁজিতেই জয়ের আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া: সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধার কথা মনে করিয়ে দিয়ে একদিকে উন্নয়নের রামধনু,অন্য দিকে বিজেপির চক্রান্ত রুখে উন্নয়নের ডাক দিয়েপ্রার্থী সন্ধ্যারানি টুডুকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে আনার আবেদন করলেন রবিবার ভরদুপুরে পুরুলিয়ার মানবাজারের জনসভায়।

মাও অধ্যুষিত জঙ্গলমহল পুরুলিয়াতে মমতা ম্যাজিক এখনও যে অটুট রয়েছে তা তিনি এদিন বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। বিজেপির দুর্গ বলে পরিচিত পুরুলিয়া।আর সেই পুরুলিয়ার মানবাজারে মুখ্যমন্ত্রীর সভা ভাসল জনজোয়ারে।রবিবার কাঠফাটা রৌদ্রে পুরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভার পাথরকাটা ফুটবল মাঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় ১০থেকে ১৫কিলোমিটার দূরের গ্রামগুলো থেকে পায়ে হেঁটে মানুষ এসেছিলেন এদিন।

তিনি বলেন, 'বহু আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস এবং ডব্লিউবিপিএসঅফিসারকে বিজেপি অপমান করেছে। তারা মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই ' তাঁর সংযোজন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাংলার সমস্ত মহিলারা পাচ্ছেন। যারা নতুন আবেদন করেছেন তারাও দ্রুত পেয়ে যাবেন। আপনারা কি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাওয়া জারি রাখতে চান? তাহলে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র পথ। বিজেপি ক্ষমতা পেলে নির্বাচনের ঠিক আগে আপনাদের কিছু টাকা দেবে এবং নির্বাচন শেষ হলেই তা বন্ধ করে দেবে। আপনারা কি এই টাকা শুধু একদিনের জন্য চান নাকি চিরকালের জন্য? সিদ্ধান্ত আপনাদের। আমরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে আজীবনের প্রকল্পে পরিণত করেছি। জঙ্গলমহল থেকে পাহাড়, চা বাগান থেকে সুন্দরবন; সারা বাংলা খাদ্যসাথীর অধীনে বিনামূল্যে রেশন, স্বাস্থ্যসাথীর অধীনে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং কন্যাশ্রী স্কলারশিপ পাচ্ছে।একজন শিক্ষার্থী নবম শ্রেণিতে পৌঁছালেই বিনামূল্যে সাইকেল পায়; ক্লাস ১১-এ একটি স্মার্টফোন পায়। এ ছাড়া ১০ লক্ষ টাকার স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড রয়েছে। আর আদিবাসী এবং তপশিলি জাতিদের জন্য এই পরিমাণ ২০-৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।আমরা 'যুবসাথী' প্রকল্প শুরু করেছি। এটি কোনও দান খয়রাত নয়। ছাত্রছাত্রীরা যখন স্নাতক হয়ে কলেজে যায়, তাদের হাতখরচের প্রয়োজন হয়। ভবিষ্যতে তারা চাকরি পাবে, কিন্তু যতক্ষণ না-পাচ্ছে, এই টাকা তাদের সহায়তা করবে যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। যারা আবেদন জমা দিয়েছেন এবং এখনও পাননি তারা টেকনিক্যাল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, যা সমাধান করা হবে। আপনাদের চিন্তার কারণ নেই।'

তিনি বলেন, 'মনে রাখবেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতেই আদিবাসী এবং মহিলাদের ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয়। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে এটি চরম আকারে। আমাদের রাজ্যের মানুষ যদি বিজেপি শাসিত রাজ্যে কাজ করতে যায় এবং বাংলায় কথা বলে, তাদের মারধর করা হয়। আমরা অন্য রাজ্য থেকে আসা মানুষের সাথে এমনটা করি না। গতকাল বিজেপির এক নেতা, যিনি হিংসা ছড়িয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, বাংলার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছেন। প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধেই চার্জশিট ফাইল করা উচিত। গুজরাতে এত মানুষের মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী ছিলেন। যখন গুজরাতিদের আমেরিকা থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে আনা হয়েছিল, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

স্বচ্ছ ভোটের লক্ষ্যে আবার বদলি ৮৩ বিডিও-এআরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে প্রশাসনিক কাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তনের অনুমোদন দিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বিডিও) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের (এআরও) বদলির প্রস্তাবে সবুজ সংকেত মিলেছে। মোট ৮৪ জনের তালিকার মধ্যে ৮৩ জন আধিকারিকের স্থানান্তর কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একজনকে বাদ রাখা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের তরফে পাঠানো প্রস্তাব খতিয়ে দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বদলির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়েছে।কমিশনের মতে, নির্বাচন পরিচালনার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ। রাজ্য প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, ভোটের সময় কোনও পক্ষপাতিত্ব বা প্রভাব এড়াতে এই ধরনের রদবদল নিয়মমাফিক প্রক্রিয়ার অংশ তাঁর দাবি, যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, সেখানেই নতুন আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে

তালিকা অনুযায়ী উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ;প্রায় সব জেলাতেই এই বদলি কার্যকর হচ্ছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর;প্রায় সর্বত্রই প্রশাসনিক রদবদলের ছাপ স্পষ্ট।ভোটের আগে এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। এক নির্বাচন বিশেষজ্ঞের কথায়, নিরপেক্ষ ভোট পরিচালনার জন্য মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই বদলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সিউড়িতে তিন জওয়ান সাসপেন্ড

■ বিধানসভা নির্বাচনের মুখে আচরণবিধি কার্যকর থাকতেই বীরভূমের সিউড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকাকে ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠল। অভিযোগ, একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কার্যালয়ে ঢুকে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় ক্যারম খেলতে দেখা যায় কয়েক জন জওয়ানকে। সেই দৃশ্যের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী শিবির সরব হয়ে ওঠে। তাদের অভিযোগ, নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা বাহিনী কী করে কোনও দলের কার্যালয়ে ঢুকে অবসর যাপন করে? এতে নিরপেক্ষতা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে।

বিবেচনাধীন ৪০ লক্ষের নিষ্পত্তি

বাদের তালিকায় প্রায় ১৮ লক্ষ

রবিবার থেকেই শুরু হয়েছে ট্রাইব্যুনালে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার থেকেই খুলে গেল নতুন দরজা। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নাগরিকদের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করল নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। একাধিক সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তার মধ্যেই এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অনলাইনে আবেদন করতে নির্দিষ্ট পোর্টালে গিয়ে প্রথমে মোবাইল নম্বর দিয়ে লগ-ইন করতে হবে। ওটিপি যাচাইয়ের পর ইপিক নম্বর দিয়ে নিজের তথ্য খুঁজে বের করে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। সেখানে ঠিকানা, বাদ পড়ার কারণ, পুনর্বিবেচনার আবেদন;সব কিছু নির্দিষ্ট শব্দসীমার মধ্যে লিখে জমা দিতে হবে। সূত্রের বক্তব্য, 'প্রত্যেক আবেদন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় খতিয়ে দেখা হবে, তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।'

অফলাইন পদ্ধতিও খোলা রাখা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের দফতর, অতিরিক্ত জেলাশাসক বা মহকুমাশাসকের কাছে সরাসরি ফর্ম জমা দেওয়া যাবে। এক নির্বাচন আধিকারিকের কথায়, যাঁদের ডিজিটাল সুবিধা নেই, তাঁদের জন্য অফলাইন ব্যবস্থাও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে।এদিকে, একাধিক তালিকা প্রকাশের পরও মোট কত নাম যুক্ত বা বাদ পড়েছে, সেই নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান এখনও স্পষ্ট নয়। প্রতিদিন নতুন তালিকা প্রকাশের ইঙ্গিত মিলেছে কমিশন সূত্রে। ফলে শেষ পর্যন্ত কারা ভোটার তালিকায় থাকবেন, তা নিয়েই জল্পনা তুঙ্গে।

রাজ্যে ভোটের মুখে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় বড়সড় অগ্রগতির দাবি করল নির্বাচন কমিশন। রবিবার পর্যন্ত প্রায় ৬০ লক্ষ 'বিবেচনাধীন' ভোটারের মধ্যে ৪০ লক্ষের তথ্য যাচাই সম্পন্ন হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই প্রায় ১৮ লক্ষ নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। বাকি প্রায় ২০ লক্ষ আবেদন এখনও পরীক্ষাধীন, তবে মনোনয়ন জমার শেষ সময়সীমার আগেই সব নিষ্পত্তি করা হবে বলে কমিশনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে।

বহরমপুরে প্রার্থী অধীর, মালতীপুরে মৌসমও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বহুদিনের নীরবতা ভেঙে অবশেষে নির্বাচনী ময়দানে স্পষ্ট রূপরেখা হাজির করল কংগ্রেস। বহরমপুরে প্রার্থী করা হয়েছে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে। মালদহের মালতীপুর কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়ছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মৌসম বেনজির নূর। উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া থেকে ফের প্রার্থী করা হয়েছে আলি ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টরকে। সব মিলিয়ে, রাজ্যের ২৮৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিল কংগ্রেস।

বালিগঞ্জে প্রার্থী করা হয়েছে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রের পুত্র রোহন মিত্রকে। ভবানীপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কংগ্রেসের দক্ষিণ কলকাতার জেলা সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ। নন্দীগ্রাম আসনে কংগ্রেস আস্থা রেখেছে দলের যুব মুখ শেখ জরিয়াতুল হোসেনের উপর। রাসবিহারী কেন্দ্রে ফের প্রার্থী হয়েছেন আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বিধায়ক থাকা বেশ কয়েক জনকে এই নির্বাচনে টিকিট দিয়েছে কংগ্রেস। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রায়গঞ্জের মোহিত সেনগুপ্ত, চাঁচলে অসিফ মেহবুব, হরিশ্চন্দ্রপুরে মোস্তাক আলম। তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া অমল আচার্যকে ইটাহার কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে।

১০টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়নি। কংগ্রেস সূত্রে খবর, তৃণমূলের টিকিট না-পাওয়া বেশ কয়েক জন বিধায়ক প্রার্থী হতে চেয়ে আবেদন করেছেন। তাঁদের আবেদন খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ওই সূত্রের দাবি।

২৮৪ জনের তালিকায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নাম নেই।

বিজেপিতে টুম্পা কয়াল, ভোটে প্রার্থী হবেন কি?

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখালেন কামদুনি আন্দোলনের অন্যতম মুখ টুম্পা কয়াল। বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে তাঁর এই সিদ্ধান্ত রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন একটি সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে টুম্পার দলে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। একই মঞ্চে বিজেপিতে যোগ দেন শিক্ষক প্রবীণ কুমার সিং এবং প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক শর্বরী ভট্টাচার্য।সূত্রের খবর, এর আগেই দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে টুম্পার একাধিকবার বৈঠক হয়েছিল, যার পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়। অবশেষে সেই জল্পনাতেই

সিলমোহর পড়ল রবিবার।

দলে যোগ দিয়ে টুম্পা বলেন, 'মানুষের জন্য লড়াইয়ের যে পথ বেছে নিয়েছিলাম, সেই লড়াইকে আরও বড় পরিসরে এগিয়ে নিয়ে যেতেই এই সিদ্ধান্ত।'তাঁর সংযোজন, 'ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার প্রশ্নে আপস করা যাবে না।'বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এই যোগদান তাদের আন্দোলনমুখী রাজনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

সংঘাত ও জ্বালানি সংকটে ঐক্যের বার্তা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: আন্তর্জাতিক অস্থিরতা, পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাত এবং তার প্রভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং এবং এই সময় গুজব বা বিভ্রান্তির বদলে সচেতনতা ও একতার পথেই এগোতে হবে দেশকে।

রবিবার 'মন কি বাত'-এর ১৩২তম পর্বে তিনি বলেন, 'বর্তমানে আমাদের প্রতিবেশী অঞ্চলে গত এক মাস ধরে এক ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। লক্ষ লক্ষ পরিবারের আত্মীয়-স্বজন এই দেশগুলিতে বাস করেন, বিশেষ করে যারা উপসাগরীয় অঞ্চলে কাজ করেন। সেখানে থাকা ১ কোটিরও বেশি ভারতীয়কে সব ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য আমি উপসাগরীয় দেশগুলির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। যে অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে, তা আমাদের জ্বালানি চাহিদার একটি প্রধান কেন্দ্র। এর ফলে বিশ্বজুড়ে পেট্রোল ও ডিজেলের সংকট তৈরি হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী জানান, 'বৈশ্বিক সম্পর্ক, বিভিন্ন দেশের সহায়তা ও গত এক দশকে অর্জিত সক্ষমতার কারণেই ভারত দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রতিকূলতাগুলির মোকাবিলা করছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি কঠিন সময়। 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে আমি আবারও দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছি।'

তিনি আরও বলেন, 'যারা এই বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ করছেন, তাঁদের এমনটা করা উচিত নয়। এটি ১৪০ কোটি নাগরিকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট

একটি বিষয়। এখানে স্বার্থপর রাজনীতির কোনও স্থান নেই। যারা গুজব ছড়াচ্ছেন, তাঁরা দেশের ব্যাপক ক্ষতি করছেন। আমি সকল দেশবাসীকে সচেতন থাকার এবং গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আবেদন করব। সরকার ক্রমাগত তথ্য সরবরাহ করছে। সেটির ওপর আস্থা রাখুন এবং তার ভিত্তিতেই পদক্ষেপ নিন।'

মোদী বলেন, 'এই মার্চ মাসটি বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত ঘটনাবহুল ছিল। আমাদের সকলের মনে আছে, অতীতে কোভিডের কারণে সমগ্র বিশ্বকে দীর্ঘ সময় ধরে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমরা সকলেই আশা করেছিলাম, কোভিড সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পর বিশ্ব একটি নতুন সূচনার সঙ্গে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে, কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ ও সংঘাতের পরিস্থিতি ক্রমাগত দেখা দিতে থাকে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের শক্তি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যেই নিহিত।দ তিনি 'জ্ঞান ভারতম' সমীক্ষার প্রসঙ্গ তুলে ধরে জানান, তআজ 'মন কি বাত'-এ আমি এমন একটি উদ্যোগের কথা বলতে চাই যা দেশবাসীর অংশগ্রহণের চেতনাকে প্রতিফলিত করে। এই প্রচেষ্টাটি হলো 'জ্ঞান ভারতম' সমীক্ষা, যা আমাদের মহান সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর উদ্দেশ্য হলো সারা দেশের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার প্রকৃত নাম **খাদিজা বিবি**, স্বামী- সাত্তার মন্ডল, ঠিকানা- জগন্নাথপুর মোল্লা পাড়া, রামকৃষ্ণ পল্লী, রাজপুর সোনারপুর (মিউ.), দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১৫০। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ভুলবশত আমার ডাকনাম **পারুল বিবি মন্ডল** নথিভুক্ত হয়েছে। গত ৩০/১০/২০২৫ তারিখে শিয়ালদহ আদালতের ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের নিকট ১১০৯১ নং হলফনামা বলে ঘোষণা করছি যে, **খাদিজা বিবি, স্বামী- সাত্তার মন্ডল** এবং **পারুল বিবি মন্ডল, স্বামী-সাত্তার মন্ডল** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং ভবিষ্যতে সর্বক্ষেত্রে **খাদিজা বিবি** নামেই পরিচিত হব।

নোটীশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে ১। **নমিতা মাইতি** স্বামী-বিভুরঞ্জন মাইতি ২।**শর্মিলা মাইতি** স্বামী- সুধারঞ্জন মাইতি উভয়ের সাং- কুইকোটা গোয়ালপাড়া,পোষ্ট,থানা-মেদিনীপুর - তাহাদের নিম্ন তপশীল সম্পত্তি **কমল মন্ডল** পিতা-মৃত সতীশ মন্ডল, সাং-খয়রুল্লাচক, পোষ্ট-বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর -৭২১১০২ মহাশয়কে আমমোক্তার নামা যাহার নং-১৩৯৩/২০২২, তাং- ১৬/০৩/২০২২ ডি.এস.আর.-১, পশ্চিম মেদিনীপুর মূলে হস্তান্তর করার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। সেই সূত্রে বিক্রয় কোবালা দলিল নং-১৩৩২৯/২০২৫, ডি.এস.আর.-১, পশ্চিম মেদিনীপুর মুলে **নিলাঞ্জনা ঘোষ দাস** স্বামী-শুভব্রত দাস, পাটনাবাজার, পশ্চিম মেদিনীপুর মিউটেসনের আবেদন করিয়াছেন। তাহাতে কারো যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটীশের ১৫ দিনের মধ্যে বি এল এ্যান্ড এল আর ও -মেদিনীপুর সদর মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। **তপশীল:**- জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা- দক্ষিন আমছটা গোলাপীচক, জে.এল. -১৬৩, খতিয়ান- ১৯১৪,২০২৭ দাগ নং- ২৬৯,পরিমান-২৪ ডে:।

Susanta Kumar Jana (Advocate)
Enro. No.- F886/2007
Midnapore Judges' Court

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল হস্তান্তর দলিল/ফ্ল্যাট দলিল নং **০৬১৬৮ এবং ০৬১৬৯,** বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত **পি-২৩৯, ২য়তল, লেক টাউন, ব্লক-এ, কলকাতা- ৭০০০৮৯,** স্বত্বাধিকারী **শ্রী সুরেশ কুমার আগরওয়াল** এবং **শ্রীমতি সরিতা আগরওয়াল, স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে।**
উক্ত নথি লেকটাউনে বাসা স্থানান্তরের সময় হারিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। আন্তরিকভাবে খোঁজার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মূল দলিলটি পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি **লেকটাউন থানায়** উল্লেখ্য **জিডিই নং ১০৬৫ তারিখ ১৫.০৩.২০২৬** দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি(গণের), প্রতিষ্ঠান(সমূহের), বা কর্তৃপক্ষের কোনও দাবি, আপত্তি বা তথ্য সংশ্লিষ্ট দলিল সম্পর্কে থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **১৫(পনেরো) দিনের** মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি বা আপত্তি নেই বলে ধরে নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে **সার্টিফায়েড কপি/বিকল্প দলিল** পাওয়ার যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে।
যোগাযোগের বিস্তারিত :
শ্রী সুরেশ কুমার আগরওয়াল
এম : ৯৩৩১২৬৪৪৫৬
শ্রীমতি সরিতা আগরওয়াল
এম : ৮২৪০৭৫৩০০৮

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমি, **শ্রীমতী দিপালী ভট্টাচার্য**, স্বামী- শ্রী মানিক চন্দ্র ভট্টাচার্য, সাং- দোগাছিয়া, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- বর্ধমান, পক্ষে পূর্বস্থলী A.D.S.R. অফিসে বিগত ইং ২৭/০১/২০১১ তারিখে IV- 03 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার **শ্রী দেবব্রত ভট্টাচার্য**, পিতা- শ্রী মানিক চন্দ্র ভট্টাচার্য, সাং- দোগাছিয়া, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- বর্ধমান, মহাশয়, পরবর্তীকালে বিগত ইং ১৪/০৯/২০১১ তারিখে I- 5398 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা **শ্রী কাশীনাথ মুখার্জী**, পিতা - ৺কল্যাণ কুমার মুখার্জি,সাং- দোগাছিয়া, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- বর্ধমান, মহাশয়, মৌজা- ১০৭ দোগাছিয়া, খতিয়ান নং - ৮০২, দাগ নং - ২২৮২, মোট ১৫ শতক জমি ক্রয় করেন ও নামপত্তন করার জন্য MN/2026/0231/ 2936 নং আবেদন করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পূর্বস্থলী-১ নং B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the **Productivv Ventures** having office at Productivv Ventures 1A, Agarwala House, Confield Road, Kolkata-700019, West Bengal, India. that, despite issuing various emails and communications to take your cartons/ materials back from Crown Worldwide Private Limited, no reply has been received from you.
Therefore, we are issuing this Public Notice, that in case **Productivv Ventures** through their representatives or any personnel fails to reply or connect with the authorized representatives of Crown Worldwide Private Limited having office address at C-3, MIDC Taloja, Raigad District, Navi Mumbai 410208 within a period of 07 days' from the publishing of this public notice, the said cartons shall be destructed and that, the Crown Worldwide Private Limited will not be held liable for the same, which you may kindly take note of.
Dated: 13th March 2026
Adv. Ayesha S. Ansari
(Advocate Bombay High Court)
For Crown Worldwide Private Limited

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to **Sion Shipping Private Limited,** having office at 28, 3B Dover Terrace, Ballugunge, Kolkata West Bengal-PIN 700029 that, despite issuing various emails and communications to take your cartons/ materials in said legal notices back from Crown Worldwide Private Limited, no reply has been received from you.
Therefore, we are issuing this Public Notice, that in case **Sion Shipping Private Limited** or through their representatives or any personnel fails to reply or connect with the authorized representatives of Crown Worldwide Private Limited having office address at C-3, MIDC Taloja, Raigad District, Navi Mumbai 410208 within a period of 07 days' from the publishing of this public notice, the said cartons shall be destructed and that, the Crown Worldwide Private Limited will not be held liable for the same, which you may kindly take note of.
Dated: 13th March 2026
Adv. Ayesha S. Ansari
(Advocate Bombay High Court)
For Crown Worldwide Private Limited

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the **Kohlbros Communications Pvt. Ltd,** addressing Naresh Narayan Kohli and Dipta Biswas having office at Surajit Kumar Datta,
1 Paul Mansion, 6 Bishop Lefray Road, Kolkata–700020 that, despite issuing various emails and communications to take your cartons/ materials back from Crown Worldwide Private Limited, no reply has been received from you.
Therefore, we are issuing this Public Notice, that in case the **Kohlbros Communications Pvt. Ltd.** through their representatives or any personnel fails to reply or connect with the authorized representatives of Crown Worldwide Private Limited having office address at C-3, MIDC Taloja, Raigad District, Navi Mumbai 410208 within a period of 07 days' from the publishing of this public notice, the said cartons shall be destructed and that, the Crown Worldwide Private Limited will not be held liable for the same, which you may kindly take note of.
Dated: 13th March 2026
Adv. Ayesha S. Ansari
(Advocate Bombay High Court)
For Crown Worldwide Private Limited

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to **Rohit Ferro-Tech Limited** that, despite issuing various emails and communications to take your cartons/ materials in said legal notices back from Crown Worldwide Private Limited, no reply has been received from you.
Therefore, we are issuing this Public Notice, that in case Rohit Ferro-Tech Limited Soumendu Mukherjee, 8777344028 4TH, 35, Chittarajan Avenue, Bowbazar Kolkata, West Bengal, 700012, State: West Bengal [19]S through their representatives or any personnel fails to reply or connect with the authorized representatives of Crown Worldwide Private Limited having office address at C 3, MIDC Taloja, Raigad District, Navi Mumbai 410208 within a period of 07 days' from the publishing of this public notice, the said cartons shall be destructed and that, the Crown Worldwide Private Limited will not be held liable for the same, which you may kindly take note of.
Dated: 13th March 2026
Adv. Ayesha S. Ansari
(Advocate Bombay High Court)
For Crown Worldwide Private Limited

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the **Venture Capital,** having office at 2 Townshend Road, Kolkata, West Bengal– 700025 despite issuing various emails and communications to take your cartons/ materials back from Crown Worldwide Private Limited, no reply has been received from you.
Therefore, we are issuing this Public Notice, that in case **Venture Capital,** through their representatives or any personnel fails to reply or connect with the authorized representatives of Crown Worldwide Private Limited having office address at C-3, MIDC Taloja, Raigad District, Navi Mumbai 410208 within a period of 07 days' from the publishing of this public notice, the said cartons shall be destructed and that, the Crown Worldwide Private Limited will not be held liable for the same, which you may kindly take note of.
Dated: 13th March 2026
Adv. Ayesha S. Ansari
(Advocate Bombay High Court)
For Crown Worldwide Private Limited

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০শে মার্চ, ১৫ই চৈত্র, সোমবার। বামন দ্বাদশী তিথি, জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা, বিংশোত্তোরী কেতু মহাদশা, মৃতে পাদ পাদ দোষ, সাল ৭/৩৮ র পর দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
শ্রী হরিভক্তি বিলাশ মতে দ্বাদশ দোল । বামন দ্বাদশী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মহামান্য জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
রেফা :- আদার স্যুট নং- ২/২০২৫

বাদী:-		বিবাদী :-
হিন্দু নাথ সম্প্রদায়ের সদস্য হিন্দু ধর্মের শিব ঠাকুরের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রী বিশ্বরূপ দেবনাথ, দীগর	:: বনাম::	**শ্রীশ্রী জটেশ্বর শিব ঠাকুর,**

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, হিন্দু **"নাথ"** সম্প্রদায়ের **"শিব"** ঠাকুরের ভক্ত উপ সম্প্রদায়ের তরফে **(১) শ্রী বিশ্বরূপ দেবনাথ**, পিতা মতিলাল দেবনাথ, সাকিম - নিভূতি বাজার, হাটখোলা, পোষ্ট ও থানা- কালনা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪৩৪ **(২) শ্রী পঞ্চানন নাথ** পিতা - শ্রী কালিপদ নাথ সাকিম - এম.এম. দে রোড, বারশুল ধর্মতলা, বারশুল উন্নয়িনী, বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১২৪, দেওয়ানী কার্য বিধি আইনের ৯২ ধারা মতে মহামান্য জেলা জজ আদালতে উপরোক্ত মামলা রুজু করিয়াছেন, বিবাদীগণ **(১) শ্রীশ্রী জটেশ্বর শিব ঠাকুর** হিন্দু - জন সাধারণের দেবতা, যার পূজা **'নাথ'** সম্প্রদায়ের জন সাধারণ - এবং অন্যান্য হিন্দু জন সাধারণ করেন, হাজার বছরের আগে প্রতিষ্ঠিত দেবতা যাহার গ্রাম - মহানাদ, নায়ার পাড়া, পোষ্ট - মহানাদ, থানা - পোলবা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯ (এ) যোগী ব্রহ্মনাথজী গুরু পিতা যোগী শিবনাথজী অখিল ভারত বর্ষীয় অভুন্নতা , বেশ বরাহ পান্থ যোগী মহাসভা কর্তৃক নিযুক্ত সেবাইত যাহার অফিসের সাকিম- গোরখনাথ মন্দির, তেলিচা বরাহ পান্থ, আপার রোড, হরিদ্বার, পোষ্ট থানা ও জেলা - হরিদ্বার, উত্তরাখন্ড, পিন - ২৪৯৪০১, - **(বি) শ্রী রবিনাথ মোহান্ত,** প্রাক্তন সেবাইত মৃত বুদ্ধ নাথ যোগেশ্বর যোগীরাজ গুরু পিতার শিষ্য - **পীর সমরনাথ যোগেশ্বর যোগীরাজ**, সাকিম - গ্রাম - মহানাদ নগরপাড়া, পোষ্ট - মহানাদ, থানা - পোলবা জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯, **(২) যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৩) শ্রী মাধব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৪) শ্রী কেশব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৫) শ্রী গুরুপদ মুখোপাধ্যায়** ২নং হইতে ৫নং বিবাদীর পিতা মৃত নিতাই মুখোপাধ্যায় সাকিম- মহানাদ দক্ষিন পাড়া, থানা পোলবা পোষ্ট - মহানাদ, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯, **(৬) শ্রী যতীন্দ্র নাথ মাঝি** পিতা - মুরারী নাথ মাঝি, সাকিম - মহানাদ শীতলাপাড়া, পোষ্ট - মহানাদ, থানা - পোলবা, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯ এর বিরুদ্ধে নিম্ন বিরোধীয় সম্পত্তি বিষয়ে ।

:: মোকর্দ্দমার বিরোধীয় সম্পত্তি ::

জেলা হুগলী, থানা পোলবা, জে.এল. ১২৬, নগরপাড়া মৌজাস্থিত সি.এস. ২০৭ খতিয়ান ভূক্ত যাহার সি.এস. ২৭৫ নং দাগের পুকুর সম্পত্তি ৬.২৩ একর, সি.এস. ৩১৪ নং দাগের ডোবা সম্পত্তি ০.১৮ একর, সি.এস. ৩১৬ নং দাগের জঙ্গল সম্পত্তি ১.৬৩ একর, সি.এস. ৩১৭ নং দাগের সমাধি সম্পত্তি ০.০১ একর, সি.এস. ৩১৮ নং দাগের ডোবা সম্পত্তি ০.১৭ একর, সি.এস. ৩১৯ নং দাগের ডাঙ্গাঁ সম্পত্তি ০.৫৪ একর, সি.এস. ৩২০ নং দাগের বাস্তু সম্পত্তি ২.২৩ একর সি.এস. ৩২১ নং দাগের মন্দির সম্পত্তি ০.০৪ একর সি.এস. ৩২২ নং দাগের মন্দির সম্পত্তি ০.০১ একর, সি.এস. ৩২৪ নং দাগের জঙ্গল সম্পত্তি ৬.৫১ একর, সি.এস. ৩২৭ নং দাগের পুকুর পাড় সম্পত্তি ০.৮০ একর সি.এস. ৩২৮ নং দাগের ডাঙ্গাঁ সম্পত্তি ০.৭১ একর, সি.এস. ৩২০/৭৩৬ নং দাগের ভিটি সম্পত্তি ০.০৪ একর, সি.এস. ৩২০/৭৩৭ নং দাগের ভিটি সম্পত্তি ০.০৪ একর, সি.এস. ৬৫২ নং দাগের ডাঙ্গাঁ সম্পত্তি ০.০২ একর, সি.এস. ৬৫৮ নং দাগের ডোবা সম্পত্তি ০.১৪ একর, সি.এস. ৩১৩ নং দাগের জঙ্গল সম্পত্তি ০.১৯ একর, সি.এস. ৪৪২/৭৩৫ নং দাগের ডাঙ্গাঁ সম্পত্তির ০.২৭ একর, সি.এস. ৬৬২ নং দাগের ভিটি সম্পত্তির ০.৬৪ একর, সি.এস. ৬৬৪ নং দাগের বাগান সম্পত্তির ০.৩০ একর, সি.এস. ৬৬৭ নং দাগের ভিটি সম্পত্তির ০.৫৪ একর, সি.এস. ৩৮৬/৬৯৫ নং দাগের শালি সম্পত্তির ২.২৯ একর, সি.এস. ৬৫৪/৬৯৭ নং দাগের ভিটি সম্পত্তির ০.০৭ একর, সি.এস. ২০৩/৭০৮ নং দাগের শালি সম্পত্তির ১.২৩ একর, সি.এস. ৬৭১ নং দাগের বাস্তু সম্পত্তির ০.১২ একর সি.এস. ২০৮ খতিয়ান ভূক্ত যাহার ৬৫৪ নং সি.এস. দাগের বাস্তু সম্পত্তি ০.৩১ একর এবং সি.এস. ২৩৩ খতিয়ান ভূক্ত যাহার ৩১৫ নং সি.এস. দাগের পুকুর সম্পত্তি ১.৭৮ একর পরিমান।

উপরোক্ত মোকর্দ্দমা বা উপরোক্ত বিরোধীয় সম্পত্তি বিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগন উক্ত মোকর্দ্দমায় বাদী বা বিবাদী বা মুকাবিলা বিবাদী রুপে পক্ষ ভুক্ত হইতে চাহিলে খবরের কাগজে অত্র বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিজে বা উকিলবাবু মারফৎ হাজীর হইয়া নিজ বক্তব্য লিখিত প্রকারে মহামান্য আদালতে দাখিল করিবেন, নচেৎ মহামান্য আদালত উক্ত মোকর্দ্দমার পরিচালনার কাজ আইনানুগ ভাবে আরম্ভ করিবেন।

বাদীর পক্ষে
শ্রী শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
অ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী মহামান্য জেলা জজ চুঁচুড়া,
২৪.০৩.২৬

সভা শুরুর আগে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ, উঠল স্লোগান

নওদায় তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে অভিষেকের জনসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নওদা: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় আসতেই নওদায় তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর পরস্পর বিরোধী স্লোগানে চরম বিশৃঙ্খলা ছড়াল। শুধু বাক্য বাণেই থামেনি। চলল চেয়ার ছোড়াছুড়ি। তৃণমূল প্রার্থী শাহিনা মমতাজ খানের অনুগামীদের সঙ্গে ব্লক তৃণমূল সভাপতি সফিউজ্জামান শেখ (হাবিব) অনুগামীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে চরম উত্তেজনা ছড়ালো। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে শীর্ষ নেতৃত্বরা এর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হন। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামতে হয় তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি মঞ্চে ব্লক সভাপতির সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। তখনও মঞ্চের নীচে পরস্পর বিরোধী স্লোগান থামেনি। মাইক হাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রার্থী পছন্দ না হলে ভাবুন এই কেন্দ্রে আমি প্রার্থী। তাতেও যদি কেউ দলে থেকে বিরোধিতা করেন দল তাকে ক্ষমা করবে না। কার্যত বিক্ষুব্ধদের লাল কার্ড দেখিয়ে দল থেকে বের করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূলের প্রধান সেনাপতি। তৃণমূল প্রার্থী শাহিনার সঙ্গে কার্যত আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক ব্লক সভাপতি হাবিবের। ব্লকে সংগঠনের দুই প্রধান দু'জনে পালন করে এলেও তাঁদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি নেই দীর্ঘদিন। ব্লক সভাপতির মামা আবু তাহের খান মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ। নওদা বিধানসভা মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। আবু তাহের খান চেষ্টা করেও বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিকে এক ছাতার তলায় আনতে পারেননি।

২০২১ সালে এই কেন্দ্র থেকে ৭৩ হাজার ৮৯২ ভোটে জিতেছিলেন শাহিনা মমতাজ খান। এবার নওদা বিধানসভায় বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক শাহিনা মমতাজ খানকেই টিকিট দিয়েছে দল। আর তারপর থেকে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। ব্লক সভাপতি সফিউজ্জামানের দাবি, নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করা হলেও এখনও পর্যন্ত প্রার্থী তাঁকে ফোন পর্যন্ত করেননি। যা করছেন তিনি একাই করছেন। এমনকী অভিষেকের সভার জন্যও তার পরামর্শ বা সহযোগিতা নেওয়া হয়নি। প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ ছিল ব্লক সভাপতির এবং তাঁর অনুগামীদের। রবিবার নওদার আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচার সভা ছিল। হ্যালিকপ্টারে অভিষেক আসার আগেই শুরু হয়ে যায় উত্তেজনা। চলে স্লোগান পাল্টা স্লোগান। এরপর সভাস্থলের চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে। এরপরই মাঠে নামেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ব্লক সভাপতিকে ডেকে আলাদাভাবে কথা বলেন। তিনি বলেন, হাবিব দশটি পঞ্চায়েতের কাজ দেখবে। দল কোনও দলবিরোধী কার্যকলাপ মেনে নেবে না। প্রার্থী কারও পছন্দ না হতেই পারে। তাদের বলব ধরে নেবেন নওদায় আমি প্রার্থী। সভা শেষে সব আক্ষেপ দূরে ঠেলে তৃণমূল কংগ্রেসের নওদা ব্লক সভাপতি সফিউজ্জামান শেখ বলেন, মনোমালিন্যের কোনও ব্যাপার নয়। দাদা আমার উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। সেভাবেই কাজ করব। প্রার্থীকে জেতাব কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না। গন্ডগোলের কথা অস্বীকার করেছেন তৃণমূল প্রার্থী শাহিনা মমতাজ। তিনি বলেন, কিছুই হয়নি।

জয় বাংলার জবাব জয় শ্রীরাম: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার ছুটির দিনে চুটিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করলেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন সকালে তিনি শ্যামনগর চৌরঙ্গী মোড় থেকে প্রচার শুরু করেন। গারুলিয়া পুরসভার ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তিনি রবিবাসরীয় প্রচার সারেন। প্রচারের মধ্যেই পিছিয়ে থাকা ডানবার কুলি লাইনের বস্তিবাসীদের সমস্যার কথাও শুনলেন পদ্ম শিবিরের লড়াকু প্রার্থী। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, প্রচারে ব্যাপক সাড়া মিলছে। মানুষ চাইছে পরিবর্তন হোক। আর বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার আসুক। তাঁর সাফ জবাব, 'জয় বাংলা' বাংলাদেশের স্লোগান। জয় বাংলার জবাব জয় শ্রীরাম কিংবা পশ্চিমবাংলার জয়। এদিনের প্রচারে হাজির ছিলেন বিজেপির উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভাগীয় কনভেনার সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, বিজয় কুমার পান্ডে প্রমুখ।

তৃণমূলের কথাতেই বিএলওরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিশিষ্টজনদের নাম বাদ দিয়েছে: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূলের কথাতেই ইচ্ছাকৃতভাবে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টজনদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। যাতে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে একটা আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করা যায়। রবিবার পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের আগরপাড়া উসুমপুর বটতলায় প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান যোগ দিয়ে এমনই অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। এদিন 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও হাজির ছিলেন পানিহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভয়ার মা রত্না দেবনাথ, অভয়ার বাবা, বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি চন্ডীচরণ রায়, যুব নেতা জয় সাহা প্রমুখ। এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ চলছে। নিচের স্তরে কাজ করছেন বিএলও-রা। যাঁরা প্রত্যেকেই রাজ্য সরকারের কর্মচারী। তাঁর দাবি, তৃণমূলের কথাতেই কিছু বিশিষ্টজনদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে বিএলও-রা। প্রসঙ্গত, ডিউটিরত অবস্থায় বীরভূমের সিউড়িতে তৃণমূল পার্টি অফিসে ঢুকে ক্যারাম খেলছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর তিন জওয়ান। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কমিশন সূত্রে খবর, তিনজনকেই সাসপেন্ড করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, কোনও রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের যাওয়া উচিত নয়। তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি বলেন, পাঁচ বছর ওরা টাকা কামাই করে। আর ভোটের সময় ওরা টাকা ছড়ায়। এটাই তো তৃণমূলের কাজ।

ভোটের আগে ভাঙড়ে ফের বোমা উদ্ধার, বাড়ছে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বারুদের গন্ধে অস্থির হয়ে উঠছে ভাঙড়। শনিবার গভীর রাতে পুলিশের অভিযানে উত্তর কাশীপুর থানার ছেলেগোয়ালিয়া পূর্বপাড়া এলাকা থেকে উদ্ধার হল একাধিক তাজা বোমা। স্থানীয়দের চোখে পড়া একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকেই মিলেছে এই বিপজ্জনক সামগ্রী, যার পরই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৭টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। কীভাবে এই বিস্ফোরক ওই এলাকায় এল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। কারা এর সঙ্গে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও তুঙ্গে। একে অপরের দিকে আঙুল তুলছে শাসক ও বিরোধী শিবির। যদিও কোনও পক্ষই দায় স্বীকার করতে রাজি নয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সপ্তাহের শুরুতেও ভাঙড়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে এই নতুন উদ্ধার ঘিরে আরও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক মহলে। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, প্রতিদিনই যেন নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। আমরা নিরাপত্তা চাই।

কামারহাটি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্রের সমর্থনে অভিনেতা ও সাংসদ দেবের নির্বাচনী প্রচার।

আজ নন্দীগ্রামে মনোনয়ন জমা দেবেন শুভেন্দু, শক্তি প্রদর্শনে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব মেদিনীপুরে ভোটের লড়াই ঘিরে প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে, রবিবার রাজ্য সদর দপ্তর থেকে এমনটাই জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপি শিবিরের ঘোষণা, আজ ঠিক দুপুর ১২টা নাগাদ হলদিয়ায় নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনের জন্য মনোনয়ন জমা দেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচিকে ঘিরে দলের বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। শমীক জানান, সোমবার মনোনয়ন পর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী জে পি এস রাঠৌর-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি হলদিয়া ও মহিষাদল কেন্দ্রের প্রার্থীরাও ওই মিছিলে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

এর আগে রবিবার দলীয় প্রতীক গ্রহণের পর শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হয়েছে। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, দলীয় প্রতীক হাতে পাওয়ার পর বিরোধী দলনেতা প্রথমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানান, তারপর ভবানীপুরের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। নন্দীগ্রামকে ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই যে এবারও তীব্র হতে চলেছে, এই প্রস্তুতি থেকেই তার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

ক্লাবের মঞ্চে ভোটের সমীকরণ

রাজীব মুখোপাধ্যায়

কলকাতার পাড়া-রাজনীতিতে ক্লাব আজ আর নিছক খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র নয়; এটি ক্রমশ হয়ে উঠেছে ভোটের অঘোষিত নিয়ন্ত্রক। স্থানীয় নির্বাচন যত এগিয়ে আসে, ততই স্পষ্ট হয় ক্লাব, উৎসব ও রাজনৈতিক প্রভাবের জটিল সম্পর্ক। পাড়ার দুর্গাপুজো, কালীপুজো বা বর্ষবরণ; সব ক্ষেত্রেই সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ যে কার হাতে, তার ওপর নির্ভর করে জনমত গঠনের গতিপথ। উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারের বাসিন্দা সৌরভ মিত্র, পেশায় স্কুলশিক্ষক, বলেন, পাড়ার ক্লাব এখন সামাজিক কাজের আড়ালে রাজনৈতিক বার্তা ছড়ানোর জায়গা হয়ে উঠেছে। উৎসবের মঞ্চ থেকেই ভোটের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। তাঁর মতে,

ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ভোটারদের কাছে পৌঁছনো অনেক সহজ হয়ে যায়। দক্ষিণ কলকাতার কসবার বাসিন্দা মৌসুমি দে, গৃহবধূ, ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। তাঁর কথায়, উৎসবের সময় যাঁরা পাশে থাকেন, মানুষ তাঁদেরই মনে রাখে। ভোটের সময় সেই সম্পর্কটাই কাজে লাগে। অর্থাৎ, সামাজিক সহায়তাই এখানে রাজনৈতিক পুঁজি।

বেহালার এক ক্লাবকর্মী রাজীব নস্কর, পেশায় ছোট ব্যবসায়ী, সরাসরি বলেন, ক্লাব চালাতে গেলে প্রশাসনের সাহায্য লাগে। ফলে একটা অদৃশ্য সমীকরণ তৈরি হয়। সেটা ভোটের সময় প্রভাব ফেলবেই। তাঁর এই বক্তব্যে স্পষ্ট, ক্লাব-প্রশাসন-রাজনীতি; তিনটির মধ্যে এক আন্তঃনির্ভর সম্পর্ক কাজ করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই 'ক্লাব কালচার' আসলে মাইক্রো-লেভেল রাজনৈতিক সংগঠনের এক কার্যকর হাতিয়ার। সমাজবিজ্ঞানী ড. অরিন্দম মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি সরাসরি প্রচারের পাশাপাশি ক্লাবকে ব্যবহার করে নরম প্রভাব বিস্তার করে। এতে প্রতিরোধ কম হয়, গ্রহণযোগ্যতা বেশি থাকে। সব মিলিয়ে, কলকাতার পাড়া-সংস্কৃতির ভিতরে ঢুকে পড়েছে ভোট-রাজনীতির সূক্ষ্ম খেলা। ক্লাবের আলোর ঝলকানি, মঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর সামাজিক উদ্যোগ; সবকিছুর আড়ালেই গড়ে উঠছে আগামী ভোটের সমীকরণ।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩০ মার্চ ২০২৬, ১৫ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার

বিচারকদের হুমকি ঘিরে তীব্র ক্ষোভ, ডিজিকে কড়া নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধনের স্পর্শকাতর প্রক্রিয়াকে ঘিরে উদ্বেগের আবহে এবার সামনে এল আরও গুরুতর অভিযোগ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারকদের উদ্দেশে সরাসরি হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠতেই ক্ষোভে ফুঁসছে হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির স্পষ্ট বার্তা, আইনের কাজে কোনওরকম ভয় দেখানো বরদাস্ত করা হবে না।

সূত্রের খবর, একাধিক জেলায় বিচারকদের ফোনে কিংবা সামনাসামনি চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে; উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট নাম বাদ না দেওয়ার জন্য প্রভাব খাটানো। কোথাও আবার বিচারকের গাড়ির পিছু ধাওয়া করে ভয় দেখানোর ঘটনাও সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে আদালত রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তাকে অবিলম্বে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে। বিচারকদের একাংশের বক্তব্য, আমরা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে চাই, কিন্তু ক্রমাগত হুমকি পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে। অন্যদিকে প্রশাসনের এক কর্তার দাবি, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যের নানা প্রান্তে অস্থায়ী আবাসনে থেকে দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালন করছেন বিচারকরা। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ইতিমধ্যেই এক মহিলা বিচারককে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুরক্ষা

দেওয়া হয়েছে। সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। তবে ভোটের মুখে এই ঘটনাপ্রবাহ প্রশাসনিক চাপ যে বাড়াচ্ছে, তা স্পষ্ট।

ছিঃ মাননীয়া ছিঃ ! অলচিকি বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজনৈতিক মঞ্চে দেওয়া মন্তব্য ঘিরে রবিবার তীব্র বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, অলচিকি লিপি সম্পর্কে ভুল তথ্য তুলে ধরে প্রকাশ্যে অসম্মান করা হয়েছে তাঁদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে। এই ইস্যুতেই রাজ্যজুড়ে ক্ষোভের সুর চড়ছে।

বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, অলচিকি লিপিকে ভাষা বলা সম্পূর্ণ ভুল। এটি সাঁওতালি ভাষার লিখনপদ্ধতি, যার নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। তাঁর আরও দাবি, ভুল সংশোধন করতে গেলে উল্টে ধমক দেওয়া হয়েছে; এটা অপমানজনক।

অভিযোগ উঠেছে, প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে মানুষকে সভায় আনা হয়েছিল। বিরোধীদের বক্তব্য, ভুল তথ্য দিয়ে মানুষের সামনে বক্তব্য রাখা এবং সংশোধনের সুযোগ না দেওয়া গণতান্ত্রিক আচরণ নয়।

ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে।

এক বিরোধী নেতা কটাক্ষ করে বলেন, ভুল বলার পরেও দায় স্বীকারের মানসিকতা নেই, বরং অহংকারই বড় হয়ে উঠছে। এই বিতর্কে বিরোধী দলনেতা স্পষ্ট বার্তা দেন; অপমানের জবাব গণতান্ত্রিক পথেই দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, রবিবার ভবানীপুরে নিজের প্রচারে বেরিয়ে রাজ্যের শাসক দল সহ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে একের পর এক রাজনৈতিক আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট ভাষাতে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন, এখানে অনেক গুন্ডা আছে, নির্বাচনে গুন্ডামি করে। নির্বাচন কমিশন বলেছে গুন্ডামুক্ত নির্বাচন হবে। চিফ সেক্রেটারি বলেছেন ছাপ্পা মারতে দেব না। তিনি লিখিত নির্দেশিকা জারি করেছেন। যেখানে ৬ টি মুখ্য বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন, যার মধ্যে এই ছাপ্পা দেওয়া আছে। মানে এর আগে ছাপ্পা হত। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমাকে সতর্ক করে শুভেন্দু বলেন, ওনাকে বলব ভোটের দিন ওনার নিজের ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে গুন্ডামিটা করবেন না। ওনাদের যদি ভোটেরদের উপরে এতটাই ভরসা থাকে, তাহলে গুন্ডামি করার দরকার পড়বে না। পোস্টার ব্যানার ছিড়বেন না। পুলিশকে লেলিয়ে দেবেন না, বাকিটা ভবানীপুরের জনগণ বুঝে নেবে।

ভোটের আগে পুলিশের বড় রদবদল
১৭০ থানার ওসি সরাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে আরও এক দফা বড় রদবদল করল নির্বাচন কমিশন। রবিবার জারি হওয়া নির্দেশে রাজ্যের মোট ১৭০টি থানার ওসি-কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তালিকায় রয়েছে ভবানীপুর, নন্দীগ্রাম-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।

শুধু থানার ওসি নয়, একসঙ্গে উচ্চপদস্থ ১১ জন আধিকারিক-সহ মোট ১৮৪ জন পুলিশ আধিকারিকের বদলি ও পুনর্বিন্যাসে অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সুপারিশের ভিত্তিতেই এই রদবদল কার্যকর করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ; রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে।

তালিকায় দেখা যাচ্ছে, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ একাধিক জেলায় থানার দায়িত্বে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ এলাকাতেও একাধিক থানার ওসি বদল করা হয়েছে, যার মধ্যে ভবানীপুরও রয়েছে।

নন্দীগ্রাম, খেজুরি, চণ্ডীপুরের মতো রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এলাকাতেও নতুন করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অন্য আধিকারিকদের।

‘মানুষ এখন জবাব চায়, প্রতিশ্রুতি নয়’, কৃষি থেকে কর্মসংস্থান, রাজ্যে ব্যর্থতার অভিযোগ, তোপ শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কৃষি, শিল্প, কর্মসংস্থান থেকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা; প্রতিটি ক্ষেত্রেই শাসকদলের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, বাস্তবের সঙ্গে সরকারের প্রচারের ফারাক ক্রমেই প্রকট হচ্ছে। কৃষকদের দুর্দশার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে কৃষক দিশেহারা। বাজারে দামের ওঠানামায় কখনও উৎপাদক, কখনও সাধারণ মানুষ; দু’পক্ষই চাপে পড়ছেন। তাঁর অভিযোগ, সংরক্ষণ

ব্যবস্থা, বিপণন নীতি বা মূল্য নিয়ন্ত্রণ; কোনোটাই কার্যকর নয়, ফলে মধ্যস্বত্বভোগীরাই লাভবান হচ্ছে।

শিল্প ও কর্মসংস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। শমীকের কথায়, নতুন বিনিয়োগ আসছে না, পুরনো কারখানা বন্ধ হচ্ছে। কাজের খোঁজে যুবসমাজ রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারি প্রকল্প নিয়েও কটাক্ষ করে বলেন, ঘোষণা অনেক, কিন্তু স্থায়ী রোজগারের নিশ্চয়তা নেই। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, নিয়োগ থেকে প্রশাসন; সব ক্ষেত্রেই অনিয়ম ছড়িয়ে পড়েছে। বিরোধী মতকেও চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শেষে তাঁর মন্তব্য, মানুষ এখন জবাব চায়, প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব পরিবর্তনই একমাত্র দাবি।

হুডখোলা গাড়িতে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু।
ছবি: অদিতি সাহা

বেহালা পশ্চিমে জনসংযোগে তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়।

গ্যাসের দাম বনাম নিরাপত্তা, তৃণমূলকে নিশানা তাপস রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন করে বিতর্ক উস্কে দিলেন বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি তথা মানিকতলা কেন্দ্রের প্রার্থী তাপস রায়। রবিবার নিজের অনলাইন পোস্টে তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে তিনি ভোটারদের উদ্দেশে সরাসরি বার্তা দেন। তাপস রায় লেখেন, যাঁরা ভাবছেন ৬০ টাকা গ্যাসের দাম বেড়েছে তাই বিজেপি পরিবর্তে টিএমসিকে ভোট দেব, তাদের বলছি, সেই দিন মুর্শিদাবাদের হিন্দুগুলো গ্যাস সিলিন্ডার ফেলেই

পালিয়েছিল। এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। একদিকে মূল্যবৃদ্ধির ইস্যু, অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রসঙ্গ; দুইয়ের তুলনামূলক টানাপোড়েন তুলে ধরেই ভোটারদের মনোভাব প্রভাবিত করার চেষ্টা বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। তৃণমূলের তরফে যদিও এই মন্তব্যের এখনও সরাসরি প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবে নির্বাচনের মুখে এই ধরনের তীব্র ভাষার ব্যবহার যে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়াবে, তা বলাই বাহুল্য।

তালিকায় নাম নেই, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, নিউ মার্কেটে উদ্বেগে হকাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী উত্তাপে যখন শহর রাজনৈতিক প্রচারে ব্যস্ত, তখনই কেন্দ্রস্থল নিউমার্কেটে নীরবে বাড়ছে অন্য এক সংকট। সদ্য প্রকাশিত ‘এসআইআর’ তালিকায় নাম না থাকার অভিযোগে অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন বহু ফুটপাত ব্যবসায়ী। জীবিকা যেমন টালমাটাল, তেমনই পরিচয়ের প্রশ্নও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হকার সংগঠনের দাবি, প্রায় ১৩০০ জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যবসায়ীর নাম তালিকায় নেই। এঁদের বড় অংশই বহু বছর আগে ভিন রাজ্য থেকে এসে এখানে ব্যবসা শুরু করেছেন। দীর্ঘদিনের বসবাস সত্ত্বেও হঠাৎ এই বাদ পড়া তাঁদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে।

ঝাড়খণ্ডের এক ব্যবসায়ী বলেন, প্রতিদিন কাজ করছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যে কোনও সময় উচ্ছেদ করে দেবে। কোনও ভরসা নেই। বিহারের এক গয়না ব্যবসায়ীর কথায়, ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ভবিষ্যতে কী হবে বুঝতে পারছি না। ব্যাংকের কাজকর্ম নিয়েও ভয় লাগছে। রাজস্থানের আর এক হকারের প্রশ্ন, আগে এখানে নাম ছিল বলে নিজের রাজ্যে নাম কেটে দিয়েছিলাম। এখন কোথাও নাম নেই;তাহলে আমরা যাব কোথায়?

বকেয়া না মিটলে ভোটে কাজ নয়, চাপ বাড়ালেন ঠিকাদারেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে প্রশাসনের মাথাব্যথা বাড়িয়ে কড়া অবস্থান নিলেন ঠিকাদারেরা। আগের নির্বাচনের বকেয়া বিল না মিটলে আসন্ন বিধানসভা ভোটে কোনও পরিষেবা দেবেন না; এই মর্মে সরাসরি প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। জেলা জুড়ে পরিবহণ, খাদ্য সরবরাহ, মুদ্রণ-সহ বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদারদের দাবি, বহুদিন ধরেই তাঁদের প্রাপ্য অর্থ আটকে রয়েছে। কয়েক কোটি টাকার এই বকেয়া মেটেনি দীর্ঘ সময় পেরিয়েও।

কড়া নজরদারিতে রেকর্ড বেআইনি সামগ্রী বাজেয়াপ্ত, মডেল কোডে কড়া কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে কড়া নজরদারিতে নেমেছে নির্বাচন কমিশন। বেআইনি প্রভাব রুখতে নগদ টাকা, মদ, মাদক থেকে শুরু করে মূল্যবান ধাতু ও বিভিন্ন প্রলোভনসামগ্রী বাজেয়াপ্তে রেকর্ড পরিমাণ সাফল্যের দাবি প্রশাসনের।

নির্বাচন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া অভিযানে এখনও পর্যন্ত মোট জব্দের পরিমাণ ২৩ হাজার লক্ষ টাকারও বেশি। তাঁর কথায়, টাকা ও সামগ্রী ব্যবহার করে ভোট প্রভাবিত করার যে প্রবণতা, তা রুখতেই এই কড়া পদক্ষেপ। এদিকে মডেল কোড কার্যকর হতেই বেআইনি পোস্টার, ব্যানার ও দেওয়াল লিখন সরাতে জেলাস্তরে জোর অভিযান চলছে। সরকারি সম্পত্তি থেকে লক্ষাধিক চিহ্ন মুছে ফেলার পাশাপাশি বেসরকারি জায়গা থেকেও বিপুল পরিমাণ প্রচারসামগ্রী সরানো হয়েছে।

ভোটের মরশুমে কাজের চাপ, তবু মুনাফায় ধাক্কা উত্তর কলকাতার ছাপাখানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোট যত ঘনিয়ে আসছে, ততই ব্যস্ত হয়ে উঠছে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার-হাতিবাগান চত্বরে ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় প্রিন্টিং প্রেসগুলি। সকাল থেকে গভীর রাত; কোথাও বা ভোর ছুঁয়ে, অবিরাম চলছে মেশিন। প্রার্থীদের মুখচ্ছবি, দলীয় প্রতীক আর আকর্ষণীয় স্লোগানে ভরপুর ফ্লেক্স-ব্যানারের অর্ডারে কার্যত ডুবে রয়েছে এই শিল্প। হাতিবাগানের একটি প্রেসের মালিক রফিকুল ইসলাম বলেন, এই সময়টা বছরে সবচেয়ে বেশি কাজের। কিন্তু যতটা কাজ বাড়ছে, ততটা লাভ বাড়ছে না। তাঁর কথায়, কাঁচামালের দাম আকাশছোঁয়া। আগের রেটে কাজ করা সম্ভব নয়, তবুও প্রতিযোগিতার জন্য কম দামে অর্ডার নিতে হচ্ছে একই সুর কর্মীদের গলাতেও। প্রিন্টিং অপারেটর সঞ্জয় দে জানান, প্রতিদিন ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করছি। বিশ্রামের সময় নেই বললেই চলে। কিন্তু পরিশ্রমের তুলনায় আয় বাড়েনি। তিনি আরও বলেন, ফ্লেক্সের দাম বাড়লেও সব সময় সেই টাকা পাওয়া যায় না।

এছাড়াও সময়মতো কাঁচামাল না মেলায় ডেলিভারিতে বিলম্ব হচ্ছে। ফলে গ্রাহকদের চাপ বাড়ছে। সব মিলিয়ে ভোটের এই মরশুমে কাজের জোয়ার এলেও আর্থিক স্বস্তি অধরাই রয়ে যাচ্ছে। তবু আশাবাদী ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য, এই কয়েক মাসের কাজ অন্তত ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখবে, এই ভরসাতেই দিন কাটছে উত্তর কলকাতার ছাপাখানায়।

নৈহাটিতে বঙ্কিম ভবন পরিদর্শনে রাজ্যপাল, ঢুকতে বাধা সাহিত্য সম্রাটের উত্তরসূরিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার বেলায় নৈহাটির কাঁঠাল পাড়ায় সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটে পরিদর্শনে আসেন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। এদিন তিনি সাহিত্য সম্রাটের জন্মভিটে-সহ বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র এবং সমস্ত গ্যালারি ঘুরে দেখেন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চম উত্তরসূরি তথা বিজেপি প্রার্থী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে এদিন বঙ্কিম ভবনে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। রাজ্যপাল আর এন রবি কাঁঠাল পাড়া ছাড়তেই একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপি প্রার্থী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

২০ এপ্রিল খুলতে পারে আরজি করের জরুরি বিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ অচলাবস্থার পর অবশেষে স্বস্তির ইঙ্গিত। শহরের অন্যতম বড় সরকারি হাসপাতাল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ফের চালু হতে চলেছে পুরনো জরুরি পরিষেবা। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী ২০ এপ্রিল থেকেই রোগী পরিষেবা শুরু করার লক্ষ্যে কাজ চলছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রথম ধাপে ২৫টি শয্যা চালুর ভাবনা নেওয়া হয়েছে; যার মধ্যে ১৫টি থাকবে জরুরি চিকিৎসার জন্য, আর ১০টি পর্যবেক্ষণে। ইতিমধ্যেই ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়ে থাকায় সেগুলি মেরামত বা নতুন করে সচল করতে বিপুল খরচের সম্ভাবনা। প্রাথমিক হিসেবে শুধুমাত্র যন্ত্র চালু করতেই ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা লাগতে পারে বলে অনুমান, মোট ব্যয় এক কোটির কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। হাসপাতালের এক কর্তার বক্তব্য, পরিষেবা স্বাভাবিক করতে দ্রুত কাজ এগোচ্ছে, নির্ধারিত সময়েই খুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

এলাকায় নেমে পুলিশকে স্পর্শকাতর বুথের তথ্য দেওয়ার নির্দেশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট যত ঘনিয়ে আসছে, ততই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ বুথ চিহ্নিত করতে সরাসরি মাঠে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। কমিশনের স্পষ্ট বার্তা;কেবল দপ্তরে বসে নয়, বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করেই রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। সেই অনুযায়ী থানার ওসি ও আইসিদের এলাকায় ঘুরে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, যাঁদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা রয়েছে, তাঁদের গ্রেপ্তারে গতি আনতেও চাপ বাড়ানো হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে আমরা স্পর্শকাতর এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করছি এবং পলাতক অভিযুক্তদের ধরতে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, ভোটের দিন কোনওভাবেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়। কমিশন সূত্রে খবর, প্রয়োজন হলে ‘লুকআউট’ নোটিস জারি করেও অভিযুক্তদের ধরার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও সতর্ক করা হয়েছে; কর্তব্যে গাফিলতি হলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সব মিলিয়ে স্পষ্ট, এবার ভোটের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কোনও ঝুঁকির মুখে রাখতে নারাজ কমিশন। মাঠপর্যায়ের তথ্যের উপর নির্ভর করেই তৈরি হবে চূড়ান্ত কৌশল।

দমদমে জমাট লড়াই, পালটা কৌশলে মুখোমুখি শাসক-বিরোধী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দমদম বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে ভোটের আগাম আবহেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে অল্প ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও শাসক শিবির যে স্বস্তিতে নেই, তা তাদের ঘরে ঘরে প্রচার ও পাড়া বৈঠকের তৎপরতাতেই পরিষ্কার। ভোটারদের ক্ষোভের উৎস খুঁজে তা প্রশমনের চেষ্টায় নেমেছে নেতৃত্ব।

তবে বিরোধীরা এই উদ্যোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। বিজেপি নেতা অতীন রায়ের তীব্র কটাক্ষ, পাঁচ বছর ধরে যাঁরা পুরসভার জমি আর সরকারি অর্থ লুঠপাট করেছে, এখন হারের ভয়ে মানুষের দুয়ারে গিয়ে কান্নাকাটি করছে। তাঁর দাবি, এই ধরনের প্রচার দিয়ে জনরোষ ঢেকে রাখা যাবে না। অন্যদিকে বাম নেতৃত্বও সরব। সিপিএমের পলাশ দাসের বক্তব্য, লোকসভায় মেরুকরণ দেখা গেলেও বিধানসভায় মানুষ উন্নয়ন আর রুজির প্রশ্নেই ভোট দেবে। ফলে লড়াই যে ত্রিমুখী রূপ নিচ্ছে, তা স্পষ্ট। বিরোধীদের অভিযোগ, শহরের নিকাশি, পানীয় জল ও পার্কিং সমস্যায় নাগরিক পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান হরিন্দর সিং সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, গত লোকসভা ফল বিশ্লেষণ করে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। উন্নয়নমূলক কাজ ও প্রকল্প মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। সব মিলিয়ে দমদমে এবার ভোট শুধু সংখ্যার লড়াই নয়, বরং জনমত ফেরানোর কঠিন পরীক্ষাও।

আর দু’দিন ঝড়-বৃষ্টি, তারপরই চড়বে গরমের পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চৈত্রের শেষ লগ্নে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় জেরবার বঙ্গবাসী। গত কয়েকদিন ধরে বিকেল গড়াতেই আকাশে কালো মেঘ, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা হাওয়ায় ভিজেছে শহর থেকে জেলা। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির দাপটও দেখা গিয়েছে। তবে এই অস্থির আবহাওয়ার দিন আর বেশি দীর্ঘ হচ্ছে না বলেই ইঙ্গিত দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের এক আধিকারিক জানান, আজ সোমবার এবং মঙ্গলবার বিচ্ছিন্নভাবে কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বৃষ্টির প্রবণতা কমবে। তাঁর কথায়, পরশু থেকে ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হবে এবং তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। আবহাওয়াবিদদের ব্যাখ্যায়, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও একটি বিস্তৃত অক্ষরেখার যৌথ প্রভাবে এই অকাল বৃষ্টি হয়েছে। তবে সেই প্রভাব কাটতে শুরু করায় বৃষ্টির দাপটও স্তিমিত হচ্ছে। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা সতর্কতা জারি থাকলেও, তার পরেই পরিস্থিতির বদল স্পষ্ট হবে।

এদিকে সমুদ্র উপকূলে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনায় মৎস্যজীবীদের

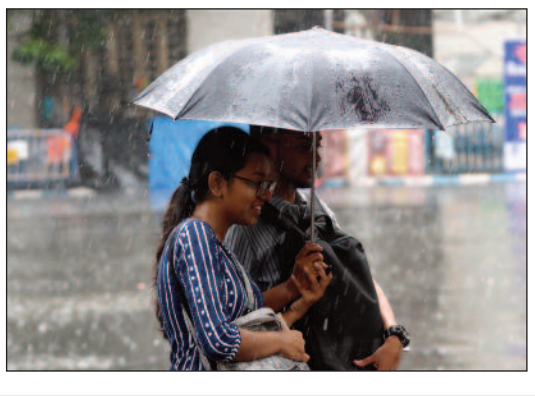

আপাতত সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে বলে পূর্বাভাস।

আবহাওয়া দপ্তরের এক কর্তা বলেন, আগামী পাঁচ দিনে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। ফলে অল্প স্বস্তির পরই ফের গরমের দাপটে হাঁসফাঁস করার প্রস্তুতি নিতে হবে রাজ্যবাসীকে। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম।

সম্পাদকীয়

মিলছে না যুৎসই জবাব, বিজেপির চার্জশিটের ধাক্কায় বেসামাল তৃণমূল

একদিনের সফরে বাংলায় এসে বোমা ফাটিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দলীয় ইস্তাহার নয়, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে 'চার্জশিট' পেশ করেছেন তিনি। সেখানে গত ১৫ বছরে রাজ্যের শাসকের একের পর এক দুর্নীতি ও অপশাসনের উদাহরণ তুলে ধরেছেন ৩৫ পাতার ওই চার্জশিটে। তিনি বলেছেন, এটা বিজেপির নয়, এটা আসলে বাংলার মানুষের দেওয়া চার্জশিট। বলাই বাহুল্য এই চার্জশিট হাতে পেতেই প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গেরুয়া শিবির। উল্টোদিকে প্রচার শুরু করে আচমকা থমকে গিয়েছে তৃণমূলের বুকনি। কারণ, চার্জশিটে বিজেপি যে সব অভিযোগ তুলেছে, তার বেশির ভাগেরই কোনও পাল্টা ও যুৎসই জবাব তৃণমূলের ভাঁড়ারে নেই। ফলে চার্জশিট আসতেই কিছুটা ব্যাকফুটে এখন তৃণমূল। দলের থিঙ্কট্যাঙ্করা এখন বসে গেছেন এর জবাব খুঁজতে। বিজেপি যেভাবে ইস্যু ধরে ধরে তথ্য, পরিসংখ্যান তুলে তোপ দেগেছে তার পালটা বের করতে হিমশিম খাচ্ছে শীর্ষ নেতারা। চার্জশিটে এসআইআরে সামনে রেখে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এটাকে নিশানা করে শাহ বলেছেন, এই ভোটে বাংলার মানুষকে ঠিক করতে হবে, তাঁরা ভয়কে বেছে নেবেন নাকি ভরসাকে। আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেভাবেই বাংলাকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখিয়ে সিন্ডিকেট রাজ্যে পরিণত করে বাংলার মানুষদের শোষণ করার কাহিনীও রয়েছে এই চার্জশিটে। এখানে কীভাবে ঘুষখোরদের সুরক্ষা দেওয়া হয়, দুর্নীতি এখানে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। কাটমানি এখানে অভ্যাস, আর সিন্ডিকেটরাজ সরকারের মদতেই চলছে। উঠে এসেছে অনুপ্রবেশও। অসমে তা আটকে দেওয়া হলেও পশ্চিমবঙ্গে সেটা হচ্ছে না, কারণ খোদ সরকারই এটা চায় না। তবে খোদ তৃণমূলনেত্রীর ভোটের বাজারে শারীরিক অসুস্থতাকে হাতিয়ার করার ফন্দির পর্দাফাঁস করেছে বিজেপি।যার কোনও জবাব তৃণমূলের কাছে নেই। ফলে এখন তাদের প্রচারের নতুন কোনও অভিমুখ খুঁজতে হচ্ছে। শেষবেলায় যা খুবই কঠিন কাজ।

শব্দছক ১১৫

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. উল্টো ৪. দিব্যশক্তি বর্তমান ৬. কমল ৭. অতি চঞ্চল এক পক্ষী ৮. বন্যা ৯. তির ১০. ফুলের তোড়া ১২. দিবাকর ১৪. প্রতিপালন ১৫. আগামী দিনের পরের দিন ১৭. বাংলাদেশের রাজধানী ১৮. নীচ বা ইতর ১৯. সম্মান ২০. তাম্বুল ২১. বিভীষণ পত্নী ১২ মধুর ধ্বনি

ওপর-নিচ: ১. ধস্ত ২. কমল ৩. সেই সময় ৪. প্রান ৫. তরুণীর বিপরীত ৮. গাছের ছাল ৯. শাখা-মৃগ ১১. সাদা পাখির ঝাঁক ১৩. স্খলন ১৬. সুন্দর ও মঙ্গলপ্রদ বদন ১৭. পেল্লায় ১৮. হীরে ১৯. নিচু মূল্যমান ২০. বিছানো

সমাধান ১১৪ — পাশাপাশি: ১. সিমলা ৫. জবাবদিহি ৮. অবিকল ৯. পথ্য ১১. রথ ১৩. পলক ১৫. সুরমা ১৬. কলা ১৭. নাপিত ১৮. বেল ১৯. মথ ২০. করেণু

ওপর-নিচ : ২. মনোবিদ ৩. ন্যাবা ৪. দিদি ৫. জলপথ ৬. বদ্ধ ৭. হিত ১০. খল ১১. বাসুকী ১২. রমানাথ ১৩. পলা ১৪. কপোল ১৬. কতক ১৮ বেণু

আজকের দিন

■ **১৯৭৬** — ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি নীতির প্রতিবাদে প্রথম 'ভূমি দিবস' পালন করে।

■ **১৯৮১** — মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগান ওয়াশিংটন ডিসিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

■ **২০০২** — যুক্তরাজ্যের রাজমাতা এলিজাবেথ ১০১ বছর বয়সে মারা যান।

জন্মদিন

১৮৯৯ *বিশিষ্ট লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯০৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দেবিকা রানির জন্মদিন।*

১৯৪৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

দেবিকা রানি

এবারের ভোটে বাঙালি অস্মিতার প্রভাব কতটা, তা সুনিশ্চিত নয়!

স্বপনকুমার মণ্ডল

ইতিমধ্যেই ছাব্বিশের বিধানসভার ভোটে কনসার্ট বেজে গেছে। তার মধ্যে আবার বাঙালির অস্মিতার হাওয়া বইছে। ২০২৫ থেকে দেশের অসংখ্য রাজ্যে বাঙালিবিদ্বেষের খবর আসায় রাজ্য জুড়ে যে অস্থিরতার রেশ চলছিল, তা এখনও সতেজ। শুধু তাই নয়, তা নিয়ে বেলডাঙার প্রতিবাদী আন্দোলনের মতো অপ্রত্যাশিত অস্থির অরাজকতা ঘটে যায়। অবাঙালি রাজ্যগুলিতে যেভাবে বাংলা বললে বাংলাদেশি সন্দেহে অত্যাচার করা থেকে হত্যার আতঙ্ক ছাড়িয়েছে, তাতে বাঙালির অস্মিতাই রাজনৈতিক ফায়দা তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। তার জের ঘটনাক্রমে আরও গতি লাভ করে। বিশেষ করে রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR নিয়ে আতঙ্কিত পরিবেশের মধ্যেই ভোটের আয়োজন চলায় বাঙালিবিদ্বেষের ছায়ায় বাঙালির অস্মিতা জেগে ওঠা স্বাভাবিকতা লাভ করে। অন্যদিকে ইতিপূর্বে যখন মাতৃভাষা থেকে তার প্রাণের গান নিয়ে বাঙালির অস্তিত্ব সংকটে প্রতিবাদী কণ্ঠে নতুন করে অস্মিতাবোধ জাগিয়ে তোলার সচেতন প্রয়াস চলেছিল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরানো জরুরি মনে হয়েছিল। সেখানে বাঙালির অস্মিতাবোধের জাগরণ আজকের থেকে অনেক বেশি সরব ছিল, ছিল জেগে ওঠার, জাগিয়ে তোলার হরেক আয়োজন। তাতে এখনকার মতো রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে ভোটের রাজনীতি ছিল না, তার প্রাণের টান ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এজন্য ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনই বাঙালির কাছে স্বদেশি আন্দোলন হয়ে উঠেছিল, বাংলাভাগের মধ্যেই গড়ে তুলেছিল বাঙালির জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্য, জেগে উঠেছিল আত্মানুসন্ধানের সন্ধিক্ষণ। আসলে মানুষের জীবনে কখনও এমন একটা বিশেষ মূহূর্ত আসে যখন একদিকে অস্তিত্বের তীব্র সংকট দেখা দেয়, অন্যদিকে জীবনের আবশ্যিক পালাবদলের নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। যখন সেটা ব্যক্তি থেকে সমষ্টি তথা সমাজ-গোষ্ঠী-জাতির জীবনে উপস্থিত হয়, তখন সেই সময়টি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে পরিণত হয়। ১৯০৫ সাল সেই অর্থে বাঙালিজীবনের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। সেই সময়ে বাংলার আপামর বাঙালির নিজেদের অস্তিত্বের মূল্যায়ন করার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। তাই ১৯০৫ সাল শুধুমাত্র বঙ্গবিভাগবিরোধী আন্দোলনের জন্যেই স্মরণীয় নয়, এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বাঙালি জীবনের আত্মানুসন্ধান। আজ তার সেই বাতাবরণ নেই। শুধু মাত্র রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে কাজে লাগিয়ে বাঙালি বিদ্বেষের বিরোধিতা করে বাঙালি অস্মিতা জাগিয়ে তোলা আর সম্ভবপরও নয়।

ভারতের বড়লাট (১৮৯৯-১৯০৫) লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই হোক আর রাজনৈতিক অভিসন্ধির জন্যই হোক, কিংবা উভয় কারণেই হোক ১৯০৩ সালে বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো স্বরাষ্ট্রসচিব এইচ্ এইচ্ রিজলে বঙ্গবিভাগের ঘোষণা করেন এবং এটি ১৯০৩-এর ৩ ডিসেম্বর কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। ১৯০৪-এর ফেব্রুয়ারিতে কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে বঙ্গবিভাগের সপক্ষে বেশ কয়েকটি সভায় বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি বেশ কিছুদিন ইংল্যান্ডে কাটিয়ে ফিরে এসে ১৯০৫ এর ২ ফেব্রুয়ারি ভারত সচিবকে বঙ্গবিভাগ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রস্তাব পাঠান। ভারত সচিবের সম্মতিক্রমে (১ জুন) ১৯ জুলাই ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবিভাজন ঘোষণা করে এবং ১৬ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। বঙ্গের পূর্বাংশ থেকে বিভাজিত অংশ তথা ১৫টি জেলা আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। নতুন নাম হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'। আর নতুন প্রদেশটির বঙ্গীয় প্রাণকেন্দ্র হয় ঢাকা। আসাম ছাড়া প্রদেশটির মধ্যে ছিল পার্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ ও মালদা। আয়তন দাঁড়াল ১০৬,৫৮০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ (১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু)। অবিভাজ্য বঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সম্বলপুর-সহ উড়িয়া অঞ্চল। ফলে আয়তন হল ১৪০,৫৮০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা দাঁড়াল ৫ কোটি ৪০ লক্ষ (৪ কোটি ২ লক্ষ হিন্দু ও ৯০ লক্ষ মুসুলমান)। কলকাতাই রাজধানী রইল।

১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলন চললেও ১৯০৫-এর জুন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে আপামর বাঙালি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে নিমজ্জিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে হাজার তিনেক সভা সমাবেশের কথা জানা যায়। কিন্তু তখনও বাঙালির স্বপ্ন ভেঙে যায়নি। ১৯০৫ এর ৭ জুলাই জানা যায় স্বরাষ্ট্রসচিব বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা করেছেন। পুরো পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয় ২০ জুলাই। এরপরেই বাঙালির আশার বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় আন্দোলনের চেহারা পাল্টে যায়। অবশেষে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ আন্দোলনের মুখে পড়ে ব্রিটিশ সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিভাগ রোধের কথা ঘোষণা করেন। বিভাজিত বঙ্গ আবার সংযুক্ত হল ঠিকই কিন্তু বাঙালিসত্তার বিভেদ-রেখা অমলিন হয়েই রইল। শুধু তাই নয়, বালোর প্রাণকেন্দ্র কলকাতার রাজধানীর আভিজাত্য চলে যাওয়ায় বাঙালির শক্তি অনেকটা কমে যায়।

এখন কতগুলি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন। প্রথম কথা, ১৯০৫-এর আগে ১৮৭৪ সালেও বঙ্গবিভাগ হয়েছিল। অবশ্য ১৮৭৪-এর বঙ্গবিভাগকে বঙ্গবিচ্ছেদ বলাই শ্রেয়। বঙ্গের উত্তর সীমান্তের তিনটি অঞ্চল কাছাড়, গোয়ালপাড়া ও শ্রীহট্ট আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন কিন্তু বঙ্গ জুড়ে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ হয়নি। আজও আসামের ঐ তিনটি অঞ্চলের বাঙালিরা অবহেলিত। যদি ধরে নেওয়া হয় ১৮৭৪-এর বঙ্গবিচ্ছেদ নিতান্তই প্রশাসনিক কারণে করা হয়েছিল এবং ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগে ব্রিটিশ প্রশাসনের রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহলেও কিন্তু একটা বিষয়ের মীমাংসা করা যায় না। তা'হল বাঙালির ঐক্য তথা বাঙালির অস্মিতা। সেদিন তিনটি জেলা বিচ্ছেদে যে বাঙালি সমাজের কোনওরকম উচ্চবাচ্য ছিল না, সেই বাঙালিসমাজের মধ্যেই স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনবিঘা অঞ্চল নিয়ে দড়ি টানাটানি খেলা শুরু হয়েছিল। ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস, ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগের ফলে যে তীব্র ঐক্য দেখা দিয়েছিল, ১৯৪৭-এ তা বিচ্ছেদে পরিণত হয়। আবার ১৯৭১-এ বাঙালিসত্তা জেগে উঠল, তৈরি হল স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। কেন বারবার বাঙালিসত্তার মধ্যে দোলাচল মনোবৃত্তি কাজ করেছিল, কেন এখনও বিচ্ছিন্ন বাঙালি সমাজের মধ্যে অসার, আবেগসর্বস্ব, প্রেমহীন ও সন্দেহবাতিক ঐক্যভাবনা কাজ করে, কীসের জন্যই বা 'আমরা বাঙালি' বলতে পিছুটান অনুভব করি, এসব প্রশ্ন অনেকসময় মাথা চাড়া দেয়। এই দেওয়াটাও স্বাভাবিক, ইতিহাস তাই বলে। ব্রিটিশাধীন এবং ব্রিটিশমুক্ত বাঙালি ঐক্যের পটপরিবর্তন বাঙালিসত্তার মধ্যে সংগুপ্ত ছিল। কার্জনের বঙ্গবিভাগ থেকে সেই সত্তা প্রকট হয়ে ওঠে।

বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সহজেই যুক্ত হয়েছিল। অবশ্য বঙ্গের এই প্রাদেশিক আন্দোলনটিকে কংগ্রেস অধিবেশনে জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে গৃহীত হয়নি। কিন্তু বঙ্গীয় নেতৃত্ব প্রাদেশিক আন্দোলনকে জাতীয় স্তরে সামিল করায় তৎপর হয়েছিলেন। এই তৎপরতার একটি মস্তবড় হাতিয়ার ছিল, 'স্বদেশী আন্দোলন'।

কিন্তু নামে 'স্বদেশী' হলেও মূল লক্ষ্য ছিল স্ব-দেশ তথা অখণ্ড প্রদেশ। সেজন্য একালের একজন ঐতিহাসিকের (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, এ যুগের বাঙালি', দেশ ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৯) মনে হয়েছে, 'বৃদ্ধির পথে বাঙালি মনের একার্ধ ভারতীয় জাতীয়তার বৃহত্তর ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হলেও অপরাধের হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল বঙ্গমাতার প্রতিমার প্রতি। অর্থাৎ যুক্তি-তর্কের মণ্ডপে ভারতীয়ত্বের প্রতি একটা প্রণাম ঠুকে, গর্ভগৃহে ঢুকে বঙ্গমাতার প্রতিমাকেই হৃদয় সমর্পণ করতে উৎসুক ছিল।' কিন্তু বঙ্গবিভাগবিরোধী আন্দোলনের প্রক্রিয়াগত কৃত্রিমতা থাকলেও প্রতিবাদের ভাষা অকৃত্রিম ছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'এবারে কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই---প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন।' ('বঙ্গবিভাগ',১৩১১) এই সোজা কথা বলার বিষয়টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'অপূর্বত্ব' খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি অভিনবও বটে। কারণ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র ভাষায় 'সেকালের নেতারা ভাজিতেন ঝিঙ্গা, আর বলিতেন পটোল। যখন Self-Government সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তখন তাহার পিছনে Colonial কথাটা জুড়িয়া দিয়া শ্যাম ও কুল দুই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাতে আইনও বাঁচিত, হাততালিও পড়িত।' রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনে বাঙালির ছলাকলাহীন বাগভঙ্গির কারণ হিসাবে বাঙালিদের মধ্যে অবিশ্বাস করার অক্ষমতায় ইংরেজদের প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপনের ফলে হিতে বিপরীত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু কার্জনের বঙ্গবিভাগে অনেক বাঙালির আশাভঙ্গ হলেও অনেকের আশা জেগে উঠেছিল। সেজন্য প্রতিবাদমুখর বাঙালির মুখোশ খুলে কথা বলার মূল কারণ কিন্তু বাঙালিসত্তাকে বিপন্ন করে তোলায় নয়, বরং বলা ভালো বাঙালিসত্তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে। এতদিন বাঙালিসমাজে বিভেদের যে সুপ্ত প্রাচীর তৈরি হচ্ছিল, বঙ্গবিভাগে তা জেগে উঠল। ইংরেজ শাসকদেরও বিষয়টি অজানা ছিল না। লর্ড কার্জন নিজেও পূর্ববঙ্গে গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন। শুধু তাই নয়, অন্ত্যজ হিন্দুদের বিশেষ করে নমঃশূদ্রদের মধ্যে বঙ্গবিভাগ সমর্থন পেয়েছিল। আসলে কার্জনের বঙ্গবিভাগের পরাভব শক্তি বাঙালিসত্তাকে ভাঙতে পারেনি, বরং জুড়তে সাহায্য করেছিল। বাঙালিসত্তায় যে ফাঁকগুলি সুপ্ত ছিল, সেগুলি লুপ্ত করার জন্যই আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই আত্মসমীক্ষার কাজে কার্জনের বঙ্গবিভাগ সিদ্ধান্ত বিশেষ সহায়তা করেছিল।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাঙালিসত্তাকে নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তিনি একাধিক প্রবন্ধে বাঙালি জাতির ঐতিহ্য তুলে ধরার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বাঙালির নিজস্ব কোনো ইতিহাস না থাকায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন ('বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা') 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।' বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮) লিখেছেন। কিন্তু তাও অনুবাদ এবং অসম্পূর্ণ। জানা যায়, তিনি বাঙালির পুরো ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন। অবশ্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৯০ পৃষ্ঠার ছোটদের জন্য লেখা 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) লিখে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুটা আশা পূরণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা, আর্য, অনার্য হিন্দু, আর্যানার্য হিন্দু ও মুসলমান। শেষোক্ত শ্রেণি তথা মুসলমানকে নিয়েই বিতর্কের শেষ নেই। বাংলার মুসলমানেরা আগে বাঙালি না আগে মুসলমান এ প্রশ্ন আজও তোলা হয়। তা নিয়েই বাঙালির রাজনীতি এখনও উত্তপ্ত ও মুখর। বিষয়টি এতটাই স্পর্শকাতর যে তাঁদেরও অনেক সময় অস্বস্তিতে পড়তে হয়। বাংলার মুসলমানেরা বাঙালির অন্যান্য সম্প্রদায়ের মূল স্রোতে মিশতে পারেনি। বাঙালি হিন্দুদের লেখনীতে মুসলিম সম্প্রদায় অনেকটাই অবহেলিত। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির ঐতিহ্যসূত্রে যাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সকলেই বাঙালি হিন্দু কিন্তু বাঙালির অস্তিত্ব শুধুমাত্র অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না, কার্জনের বঙ্গবিভাগ তা প্রমাণ করে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, বাঙালির বাহুবল নেই। তিনি বাহুবল বলতে উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়ের একত্রিত শক্তিকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক গতির বলে এই চারটি শক্তি বাঙালি চরিত্রে সমবেত হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেননি। কার্জনের বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্তে বাঙালির বাহুবল প্রদর্শনের সময় এসেছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার মূল কারণই হচ্ছে বাঙালির ঐক্যসত্তার গোড়ায় গলদ। বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সংকটের পরাভব শক্তির প্রভাব সেদিন শুধু নয়, আজও সহজ লভ্য। এখনও উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ একে অপরের উপর আস্থা রাখতে পারে না। তবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যচেতনার বিকাশ ঘটেছে। সেজন্যেই কার্জনকে স্মরণ করতে হয়। নীরদচন্দ্র চৌধুরী 'আত্মঘাতী বাঙালী' (১৯৮৮)-তে জানিয়েছেন বাঙালি জাতির দুইবার নবজন্ম হয়েছিল। একবার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে চৈতন্যদেবের জন্য, অন্যবার ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুটি নবজন্মের আলো থেকে মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। যাইহোক, বইটিতে নীরদচন্দ্র জোর দিয়ে বলেছেন, ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন মেনে নেওয়ার মাধ্যমে বাঙালি আত্মঘাতী হয়েছে। কিন্তু বাঙালি কবে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে সে সম্পর্কে তিনি তেমন কিছু বলেননি। অবশ্য বইটির ভূমিকায় তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেছেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালীর স্থান থাকিবে সেই লুপ্ত জীবনের উৎকর্ষের জন্যেই।' অথচ তাঁর আলোচিত লুপ্ত জীবনেও মুসলিম সম্প্রদায়ের বাঙালিত্ব অনুপস্থিত।

মধুসূদন হানিফকে, দীনবন্ধু তোরাফকে দেখিয়েছেন; বঙ্কিমচন্দ্র পরাণ মণ্ডল, রামা কৈবর্তের পাশাপাশি হসিম শেখের কথা বলেছেন। কিন্তু হানিফ, তোরাফ, পরাণ মণ্ডল, রামা কৈবর্ত, হসিম শেখরা আনুগত্য প্রদর্শনভিন্ন উচ্চবর্ণের স্নেহস্পর্শ পায়নি। নিম্নবিত্তজীবী অন্ত্যজ হিন্দু মুসুলমানেরা সামাজিক মর্যাদায় আজীবন ব্রাত্যই ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে তাঁদের উন্নতি হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই জানিয়েছেন ('ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা'), 'ইংরেজ শাসনে ব্রাহ্মাণ, ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণির অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।ক্ষ্ম কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে নিম্নবিত্তজীবী একটু উন্নত হলেও তাদের সামাজিক জীবনের বিশেষ কোনও হেরফের হয়নি, বরং আরও বেশি চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিসমাজের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি ১৯০৪-এর ২২ জুলাই 'স্বদেশী সমাজ' ভাষণে গ্রামকে দেশের প্রাণশক্তি বলে অভিহিত করে গ্রামের সংঘশক্তি জাগানোর কথা বলেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে। কিন্তু 'সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু।' ফলে ভাষণের শেষে প্রকারান্তরে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্যকে মেনে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বাঙালিসমাজে ঐক্য-সংকট দূর করার জন্য 'রাখীবন্ধন উৎসব' করেছিলেন। কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি। এমনকি 'রাখীবন্ধন উৎসব' হিন্দুদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আসলে বাঙালিসমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অন্ত্যজ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কে বঙ্গকে মা ভাবার অবকাশই দেয়নি। ফলে বিপদে ভাই সম্বোধনে প্রাণে টান না লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা এসবের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়। বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনে বাঙালিসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই হয় নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল, নয়তো নীরবতা পালন করেছিল। আন্দোলনকারীদের মধ্যেও বিষয়টি গোপন ছিল না। কিন্তু তারা বাঙালিসত্তায় ফাঁক পূরণের সময় ও পথ কোনওটাই খুঁজে পায়নি। ফলে বিপথে চালিত হয়ে যখন স্বদেশিরা বিদেশি কায়দায় অনিচ্ছুকদের বাগে আনার চেষ্টা করল, তখনই ঘটল বিপত্তি। এজন্য ১৯০৫ সালে নভেম্বর মাসে একমাত্র বরিশালেই ৬০ টি ঘটনায় স্বদেশি আন্দোলনকারীদের দ্বারা মুসলিম নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে।

বাঙালিসত্তায় বিচ্ছিন্নতাবোধ সুস্পষ্ট হতে বেশি সময় লাগেনি। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর অর্থাৎ যেদিন সরকারিভাবে বঙ্গবিভাগ কার্যকর হল, সেদিনই 'মহমেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' গঠিত হয়। আবার ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর অব্যবহিত পরেই (৩০ ডিসেম্বর) 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে স্বদেশি আন্দোলনকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ১৯০৬ সালে ঢাকায় 'মহামেডান ভিজিলেন্স অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। ১৯০৭ সালের মার্চে মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর ও কুমিল্লা শহরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধেছিল। বছর কয়েক পরেই ১৯১০ সালে এলাহাবাদে 'হিন্দু মহাসভা'র গঠনের তৎপরতা চলে। তার সঙ্গে যে 'মুসলিম লীগ'-এর সম্পর্ক বিদ্যমান, তা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলন শেষের দিকে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। এর জন্য ইংরেজ শাসকের দমনমূলক নীতিই দায়ী নয়, অন্য একাধিক কারণও ছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল বাঙালিসত্তায় বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই বোধও কার্জনের বঙ্গবিভাগে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সমাজের ব্যাধিটি ধরতে পেরেছিলেন। সেজন্য তিনি 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৩১৪)-এ বলেছেন 'হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনোমতেই নিষ্কৃতি নাই।' অনেকভাবেই এই পাপ স্খালনের চেষ্টা করা হয়েছিল, তাতে কোনো ফল হয়নি। অশোক, শিবাজী ও রানা প্রতাপের পাশে সিরাজদৌল্লা, মীরকাশিমকে তুলে ধরেও কোনও লাভ হয়নি। 'বন্দে মাতরম'-এর পাশাপাশি বরিশালে 'আল্লা হো আকবর', 'পরিষঙ্গে ভ্রাতরম্' (ভাইকে আলিঙ্গন করি), মৈমনসিংহের মুক্তগাছায় 'আল্লাহ আল্লাহ' ধ্বনি দিয়েও ঐকতান সৃষ্টি করা যায়নি।

'বঙ্গ', 'বাংলা', 'পূর্ব পাকিস্থান', 'জয় বাংলা', 'পূর্ব বাংলা', 'বাংলাদেশ' প্রভৃতি বাঙালির সাকিন ঠিকানার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী বাঙালিসত্তার আদ্যন্ত পরিচয় পেতে হলে বঙ্গবিভাগের ঐতিহাসিক সমকালকে স্মরণ করতেই হবে। বাঙালিজাতির আত্মিক পরিচয়ের ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগের মত আত্মঘাতী আঘাতের প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করতে গিয়ে পরোক্ষে বাঙালির বিশেষ উপকারই করেছিল। সেইজন্য বিদেশি শাসকেরা দেশীয় জাতির বিভেদরেখাকে লক্ষণরেখায় সীমায়িত করে বাঙালির অস্তিত্বকে নাড়া দিয়েছিল। ফলে বঙ্গবিভাগের চেতনা দ্বিধাবিভক্ত বাঙালিকে ইতিহাসবোধ জাগ্রত করতে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনই ইতিহাস গড়তেও সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'উনিশ শ' পাঁচ (১৩৫৬)-তে যথার্থই বলেছেন, 'আমাদের জাতির, আমাদের সভ্যতার, আমাদের সাহিত্য ও সমাজের প্রাণকেন্দ্র উনিশ শ' পাঁচের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে।' সেজন্য ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টিতে যা ছিল বঙ্গবিভাগ মাত্র, বাঙালির হৃদয়ে তাই বঙ্গভঙ্গে পরিণত হয়েছিল। ফলে কার্জনের বঙ্গবিভাগ বাঙালির আত্মখণ্ডনের সামিল মনে হলেও তা ছিল আত্মাবিষ্কারের পরম আঘাত বিশেষ। সেই আঘাতের ক্ষরণেই আজকের রাজ্য সঙ্গীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'র জন্ম হয়েছিল। সেক্ষেত্রে একালের মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিভাজনকে অস্বীকার করে রাজনীতিসর্বস্ব বাঙালি অস্মিতার কৃত্রিম আড়ম্বরের আলো লোকদেখানো পথেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে, জাতীয় চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করে না। সেই স্বদেশি আন্দোলনের গানে ঠোঁট মেলানো যায়, বাঙালির অস্মিতার চেতনা জেগে ওঠে না। এজন্য এ বারের ভোটে বাঙালির অস্মিতা প্রত্যাশা জাগালেও স্বপ্ন দেখায় না।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

চর্চাবাসর ১১৪

বাংলা শব্দ অস্মিতা (অস্মিতা) সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, যার মূল হলো ' অস্মা' (अस्म - 'আমরা' বা 'আমি') এবং এর সাথে '-ইত'প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে । এর ভাবার্থ হলো 'আমিত্ব', অহংবোধ, পরিচয় বা গর্ব। যোগ দর্শনে, এটি আত্মাকে মন বা শরীরের সাথে ভুলভাবে একাত্ম করাকে বোঝায়, যা অহং বা অহমকে প্রকাশ করে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুরুলিয়ায় তৃণমূলের বিক্ষুব্ধদের ডেকে ভোটে নামার নির্দেশ দিলেন মমতা

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: শনিবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ও কাশীপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে জোড়া জনসভা করার পর পুরুলিয়াতে রাত্রিবাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রার্থী ঘোষণার পরেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় নেতৃত্ববৃন্দদের প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করার খবর জানতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার রাতেই জেলার একাধিক বিধানসভা এলাকার দলীয় নেতৃবৃন্দদের ডেকে পাঠান তিনি।

প্রসঙ্গত, ক্ষোভ বেশ কিছুদিন ধরেই সামনে আসছিল। তাই জানতে পেরে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই অসন্তোষ আরও প্রকট যাতে না হয়ে ওঠে। তার জন্য পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলায় প্রচারে এসে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্ষুব্ধ নেতাদের ডেকে বৈঠক করেন। মানবাজার ও জয়পুর বিধানসভার নেতৃত্বের পাশাপাশি জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার এবং পুরুলিয়া পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর বৈদ্যনাথ মণ্ডলকে ডাকা হয়। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে ভোটের ময়দানে সক্রিয়ভাবে নামার নির্দেশ দেন তিনি। মানবাজারের বিদায়ী বিধায়িকা ও মন্ত্রী সন্ধ্যা রানি টুডু-র বিরুদ্ধে উন্নয়ন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন স্থানীয় নেতৃত্ব। অভিযোগ ছিল, এলাকায় রাস্তা ও সেতু নির্মাণ-সহ বিভিন্ন কাজে গাফিলতি হয়েছে এবং কর্মীদের যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচারে সক্রিয় না থাকার অভিযোগও ওঠে। অন্যদিকে, পুরুলিয়া পুরসভার উন্নয়ন নিয়ে অসন্তোষের জেরে পৌরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার পর থেকেই একাংশ কাউন্সিলর বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। প্রার্থী ঘোষণার পরেও তাঁরা প্রচারে নামেননি। সেই বিক্ষুব্ধদের মধ্যেই বৈদ্যনাথ মণ্ডলকে ডেকে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, বৈঠকের পর বিক্ষুব্ধ নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে মাঠে নামার আশ্বাস দেন। জেলা সভাপতি রাজীব লোচন সোরেন বলেন, 'কিছু ত্রুটি থাকলেও আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। দলের স্বার্থে ইগো ভুলে বিজেপিকে হারানোর জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।' শেষে তিনি দাবি করেন, 'ফল হবে ৯-০।'

এসআইআরে নাম বাতিল নিয়ে হাবড়ার বিডিও এবং আইসিকে হুমকি জ্যোতিপ্রিয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: 'ঠ্যারে ঠ্যারে বুঝিয়ে দেবো কত ধানে কত চাল।' এসআইআর-এ নাম কাটায় হাবড়া বিডিও এবং হাবড়া আইসিকে নিয়ে এমনটাই মন্তব্য হাবড়ার তৃণমূল প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। 'পাল্টা হুমকি দেওয়া ওনার অভ্যাস।' যেটা জন্মগত অধিকার মনে করছেন বলে কটাক্ষ বিজেপি প্রার্থীর। হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের দলীয় কর্মীদের নিয়ে এক কর্মী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'এসআইআরে অনেক নাম নাম বাদ পড়েছে। আর তার জন্য একদিকে নির্বাচন কমিশনের এক বাবু কলকাতায় বসছেন। অন্যদিকে, এখানকার দায়িত্বে দু'জন হাবড়ার লোক রয়েছেন। একজন হাবড়ার বিডিও, আরেকজন হাবড়া থানার আইসি। সময় আসলে ঠ্যারে ঠ্যারে বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল।' এই বক্তব্য ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। পাল্টা বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী তারা কাজ করছেন। উনি যে কথাগুলো বলছেন, সুস্থ আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। হারের ভয় কাজ করছে, তাই সুগার চর চর করে বাড়ছে। অতিরিক্ত গরম পরছে তাতে মেজাজ হারিয়ে ফেলছেন। যারা সরকারি চাকরি করে তাঁরা জানেন কাজটা কিভাবে করতে হয় চাকরিটা গেলে তাঁদের যাবে, ওনার না হয় অঘাত টাকা আছে। তাই উনি ওনার মতন করে বলছেন। হাবড়ায় যে দাগ লাগিয়েছে আগামী ২৯ এপ্রিল মানুষ পদ্মফুলে ভোট দিয়ে কলঙ্কমুক্ত করবে হাবড়াকে।'

প্রচার ফেলে 'ও' নেগেটিভ রক্তদান বাম প্রার্থী সবুজের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: চলছিল কল্যাণী বিধানসভার প্রচার। হঠাৎই খবর আসে 'ও' নেগেটিভ রক্তের প্রয়োজন। এক রোগীর পরিজনরা 'ও' নেগেটিভ রক্তের জন্য ছোটাছুটি করছে। খবর এসে পৌঁছায় কল্যাণী বিধানসভা সিপিআইএম প্রার্থী সবুজ দাসের কাছে। সে সময় প্রচার করছিলেন সবুজ দাস। খবর পেয়েই প্রচার ফেলে ছুটে যান কল্যাণী জে এন এম হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে। সেখানেই এক ইউনিট রক্তদান করে আবার প্রচারে ফিরে যান সিপিআইএম প্রার্থী সবুজ দাস। যদিও সবুজ দাসের দাবি, যেহেতু 'ও' নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত তাঁর। তাই ব্লাড ব্যাংকে এসে সরাসরি তিনি রক্তদান করেন। রক্ত পেয়ে খুশি রোগীর পরিজনরা। যদিও এই বিষয়ে সিপিআইএম প্রার্থী সবুজ দাস হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের বেডে শুয়ে জানান, 'এর সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। শুধু নির্বাচনের সময় নয় সারা বছর যখন মানুষ যেভাবে ডেকেছে আমি হাজির হয়েছি। যেদিন থেকে রাজনীতিতে এসেছি, সেদিন থেকে মানুষের পাশে থাকার সংকল্প নিয়েছি। এটার জন্য মানুষ আমাকে ভোট দেবে তার কোনও মানে নেই। কেউ যদি, এটাকে নিয়ে ভোটের রাজনীতিভাবে তারা ভুল করছে। প্রশাসন আমাদের হাতে নেই, সরকার আমাদের নেই, তবুও মানুষের জন্য যতটুকু পারবো চেষ্টা করে যাব।' করোনা কালেও রেড ভলান্টিয়ারের সদস্য হিসেবে বর্তমান সিপিআইএম প্রার্থী সবুজ দাস জীবন বাজি রেখে বিভিন্ন রকম কাজ করে গেছেন। কোন পদে না থেকেও কল্যাণীর বিধায়কের থেকে তাঁকে মানুষ বেশি কাছে পেয়েছেন বলে দাবি করেন এই তরুণ সিপিআইএম প্রার্থী। নির্বাচনের প্রাক্কালে সবুজ দাস জানান, বিধায়ক হওয়ার স্বপ্ন তিনি দেখেন না। মানুষ যদি তাঁকে নির্বাচিত করে, মানুষের জন্য তিনি কাজ করে যাবেন। মানুষ তাকে ফেরাবে না এটাই তার আশা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
ওয়েস্টার সেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**ওয়েস্টার সেলস প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১২.০৮.২০১০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আরওসি-কলকাতা।
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51909WB2010PTC152191
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৭৯এ/১বি মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৫৪
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৪.০৩.২০২৬ (ইমেল মারফত অর্ডার কপি গৃহীত হয়েছে ২৭.০৩.২০২৬ তারিখে)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৩.০৯.২০২৬
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**বৃন্দা বিদাসারিয়া** IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ইউনিট ১০৭, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৩ **ইমেল : cabrindadalmia@gmail.com**
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ইউনিট ১০৭, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৩ **ইমেল : cirp.ospl@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১০.০৪.২০২৬
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	১. প্রযোজ্য নয় ২. প্রযোজ্য নয় ৩. প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	ক. Web link:https://ibbi.gov.in/en/home/downloads খ. প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে ওয়েস্টার সেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২৪.০৩.২০২৬ তারিখে (অর্ডার কপি ইমেল মারফত ২৭.০৩.২০২৬ তারিখে গৃহীত হয়েছে)
ওয়েস্টার সেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১০.০৪.২০২৬ তারিখে বা তার আগে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
বৃন্দা বিদাসারিয়া
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329 এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত
সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ইউনিট ১০৭, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৩
তারিখ : ৩০.০৩.২০২৬ ইমেল : cabrindadalmia@gmail.com
স্থান : কলকাতা প্রসেস ইমেল আইডি : cirp.ospl@gmail.com

বিজেপির দেওয়াল নষ্টের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে আরামবাগ বিধানসভা এলাকায়। এবার সেই উত্তেজনারই নতুন মাত্রা যোগ করল দেওয়াল লিখন ঘিরে বিতর্ক। আরামবাগের ডিহিবাগনান এলাকায় বিজেপির দেওয়াল লিখনের উপর গোবর লেপে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এই কাজ করেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। যদিও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। বিজেপির দাবি, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে বিরোধীরা এই ধরনের কাজ করছে। আরামবাগের বিজেপি নেতা পলাশ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে পেরে উঠতে না পেরে এলাকায় ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে। সাধারণ মানুষ সব দেখছে, এর জবাব ভোটবাক্সেই দেবে।'

অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল নেতা বাবর আলির বক্তব্য, 'এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের ধারণা।' প্রসঙ্গত, আরামবাগ বিধানসভা বরাবরই রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এলাকা হিসেবে পরিচিত। অতীতে একাধিকবার এই এলাকায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ও অশান্তির অভিযোগ উঠেছে। ফলে এবারের নির্বাচনেও প্রশাসনের নজর রয়েছে কড়া।এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় চাপানউতোর শুরু হয়েছে দুই রাজনৈতিক শিবিরের মধ্যে। যদিও এখনও বড় ধরনের অশান্তির খবর নেই, তবে পরিস্থিতির দিকে সতর্ক নজর রাখছে প্রশাসন। সবমিলিয়ে, দেওয়াল লিখন ঘিরে এই ঘটনায় নতুন করে রাজনৈতিক পারদ চড়েছে আরামবাগে। নির্বাচনের আগে এমন ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষও। এখন দেখার, এই উত্তেজনা আগামী দিনে কোন দিকে মোড় নেয়।

শ্যামপুরে ভোটে ফ্যাক্টর সেচ খাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। হাওড়ার ভোট আগামী ২৯ এপ্রিল। হাতে আর মাত্র মাস খানেক। এর মধ্যেই শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন আবহ জমে উঠেছে। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে এবারে শ্যামপুরের পাঁচ বারের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডলকে সরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসি জানাকে। অন্যদিকে শ্যামপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এবার অভিনেতা হিরণ ওরফে ডঃ হিরন্ময় চ্যাটার্জি। প্রচারের ময়দানে দু পক্ষই আপাতত ছোট ছোট কর্মী সভার উপর জোর দিয়েছে। যদিও রাম নবমীকে সামনে রেখে হিরণ ম্যারাথন প্রচার পর্ব সেরে নিয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী দিলেও তেমন ভাবে প্রচার শুরু করেনি। এই পরিস্থিতিতে শ্যামপুরের নির্বাচনে এবার বিদেপি'র প্রচারে উঠে আসছে উন্নততর শ্যামপুরের তত্ব। আর এ ক্ষেত্রে নদীমাতৃক শ্যামপুরের বিভিন্ন সেচ খাল ফ্যাক্টর।

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ

GIC HOUSING FINANCE LTD.

রেজিঃ অফিস : রয়্যাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০, **শাখা অফিস (বারাসাত শাখা):** ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন- ৭০০১২৭। **শাখা অফিস (গড়িয়া শাখা):** ২১, গড়িয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসন, বারহাঁস, গড়িয়া, কলকাতা, পিন- ৭০০০৮৪। **শাখা অফিস (কলকাতা শাখা):** ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি.বা.দি বাগ, রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন - ৭০০০০১। **শাখা অফিস (দুর্গাপুর শাখা):** ২৪, ১৬, নর্থ অ্যাভিনিউ, কালী মন্দিরের বিপরীতে, বেঙ্গল অম্বুজা, হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩২১৬।

দাবি বিজ্ঞপ্তি (সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) -এর অনুসারে)

জিআইসিএইচএফ লিমিটেড কলকাতা শাখা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের আবাসিক প্রেমিসেস/ফ্ল্যাট ক্রয় করার জন্য অথবা আবাসিক সম্পত্তির সাপেক্ষে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর ও প্রদান করেছে। ঋণের কিস্তি পরিশোধ অনিয়মিত হওয়ায় ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্ক-এর নির্দেশিকা ও নীতিমালা অনুযায়ী অ্যাকাউন্টগুলিকে অবশেষে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
জিআইসিএইচএফ লিমিটেড কলকাতা শাখা তাই সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারার অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করেছে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২-এর ৩ নম্বর বিধি অনুযায়ী এই দাবি নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত মোট বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছে। এর সাথে বকেয়া আসলের ওপর চুক্তিভিত্তিক হারে পরবর্তী সুদ, শাস্তিমূলক সুদ এবং চার্জ পরিশোধ বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত দিতে হবে; অন্যথায় আমরা উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে স্বাধীন থাকব, যা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন।
আপনাকে এই মর্মেও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত আইনের ১৩ নম্বর উপধারা অনুযায়ী, জিআইসিএইচএফ লিমিটেড -এর লিখিত সম্মতি ছাড়া আপনি সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি, লিজ বা অন্যভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না; অন্যথায় আপনি উক্ত আইনের ২৯ নম্বর ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য দায়ী থাকবেন।
জিআইসিএইচএফ লিমিটেড -এর আইনের অন্য কোনো প্রযোজ্য বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ন না করেই এই নোটিশ জারি করা হয়েছে।
নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১২ নম্বর উপধারার অধীনে নোটিশ জারি এবং ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য জিআইসিএইচএফ লিমিটেড -এর যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা ও সহ- ঋণগ্রহীতার নাম/ লোন ফাইল নং/ শাখার নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পাওনা (টাকায়)
১.	শ্রী নির্মল বর্মন এবং শ্রীমতী কবিতা বর্মন, WB0770600000660 (বারাসাত শাখা অফিস)	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত এডিএসআর চাঁদপাড়া অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত এবং গাইঘাটা থানার অধীনস্থ ইছাপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শ্রীপুরে অবস্থিত ৫ শতক কমবেশি পরিমাপের জমি। উক্ত জমিটি মৌজা- শ্যামপুর শ্রীপুর, জে.এল. নং ৩৪, তৌজি নং ১৭, আর.এস. দাগ নং ৮৬, আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৫-এর অন্তর্ভুক্ত, যার বর্তমান এল.আর. দাগ নং ১৩০ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ২৪১ বর্তমান ২৬০ ও ৪৮২। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ- উত্তরে- উত্তম অধিকারীর সম্পত্তি, দক্ষিণে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ, পূর্বে- নির্মল বর্মন এবং পশ্চিমে- কার্তিক দাসের সম্পত্তি।	১৭-০২-২০২৬	১৫,৬৮,৯৬০/-
২.	শ্রী সুশান্ত মন্ডল এবং শ্রীমতী শেফালী মন্ডল, WB0770600000058 (বারাসাত শাখা অফিস)	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত এবং মাতলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অধীনস্থ বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাঁশড়া মৌজায় অবস্থিত। উক্ত মৌজার জে.এল. নং ১৮১, তৌজি নং ২০৮, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮৫১, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭১৩, আর.এস. দাগ নং ৫৯৪৩ এবং এল.আর. দাগ নং ৫৯৪৩-এর অন্তর্ভুক্ত মোট ৫০ শতক জমির মধ্যে ১৫ শতক কমবেশি পরিমাপের জমি। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ- উত্তরে- নন্দ লাল মজুমদারের সম্পত্তি, দক্ষিণে- ব্রজেন্দ্র নাথ বর্মনের সম্পত্তি, পূর্বে- সতীশ মিস্ত্রীর সম্পত্তি এবং পশ্চিমে- বিজয়ানন্দ মন্ডলের সম্পত্তি ও ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ।	১৭-০২-২০২৬	৮,২১,০১০/-
৩.	শ্রী নৃপেন মজুমদার এবং শ্রীমতী শাশ্বতী মজুমদার, WB0770600000456 (বারাসাত শাখা অফিস)	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত এডিএসআর চাঁদপাড়া অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত এবং গাইঘাটা থানার অধীনস্থ শিমুলিয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিমুলিয়াপাড়ায় অবস্থিত। উক্ত মৌজা- শিমুলিয়াপাড়া, জে.এল. নং ৫৫, তৌজি নং ১৭, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৭ ও ১৩৫ বর্তমান ১১২৮ এবং হোল্ডিং নং ৯১০৪-এর অন্তর্ভুক্ত ৬৬০২ শতক কমবেশি পরিমাপের জমি এবং তৎসহ উক্ত জমির উপর অবস্থিত দ্বিতল পাকাবাড়ি। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ- উত্তরে- অপূর্ব দে এবং চন্দ্র দে-র সম্পত্তি, দক্ষিণে- ইন্দ্রজিৎ মন্ডল এবং অভিজিৎ মন্ডলের সম্পত্তি, পূর্বে- ৭ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা এবং পশ্চিমে- রঞ্জিত পালের সম্পত্তি।	১৮-০৩-২০২৬	৩০,৭৬,৬২৭/-
৪.	শ্রী রিপন চন্দ্র হালদার এবং শ্রী রঞ্জিত হালদার, WB0770600000235 (বারাসাত শাখা অফিস)	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ থানার অন্তর্গত কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হানিডাঙ্গা মৌজায় অবস্থিত ৫০ শতক পরিমাপের জমি। উক্ত জমিটি মৌজা- হানিডাঙ্গা, জে.এল. নং ১১৯, এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৪ বর্তমান ৬১২ এবং এল.আর. দাগ নং ১০৬১-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ- উত্তরে- ফাঁকা জমি, দক্ষিণে- রাস্তা, পূর্বে- উত্তম বিশ্বাসের সম্পত্তি এবং পশ্চিমে- স্বপন মন্ডলের সম্পত্তি।	২০-০৩-২০২৬	১০,৩৮,৬৯৪/-
৫.	শ্রীমতী পিঙ্কি সিং এবং শ্রী অমরিক সিং, WB0700610002936 (গড়িয়া শাখা)	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত এডিএসআর নৈহাটি অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত এবং জগদ্দল থানার অধীনস্থ পিন-৭৪৩১২৭, ডাকঘর- শ্যামনগর এলাকার ভাটপাড়া পৌরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত ৬৬/১ হোল্ডিং নং, রাহুতা রোড ব্যানার্জী পাড়া রোড-এ অবস্থিত ৬ কাঠা ৫.৫ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত 'অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে অবস্থিত ১৬৪৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ এবং বি -এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত জমিটি মৌজা- মুলাজোড়, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. দাগ নং ১৫২২ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৪৪৭-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ- উত্তরে- ১৬ ফুট চওড়া রাহুতা রোড, দক্ষিণে- অপরাক্ষ ব্যানার্জী সম্পত্তি, পূর্বে- ১০ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ এবং পশ্চিমে- সুনীল ঘোষ ও সুব্রত বণিক এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি।	০৫-০২-২০২৬	৩৬,৩৪,০৪০/-
৬.	শ্রী দীপক কুমার বৈশ্য এবং শ্রীমতী সরিতা বৈশ্য, WB0070610003658 (কলকাতা শাখা)	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দমদম থানার অন্তর্গত পিন- ৭০০০২৮, বান্ধব নগর কলোনির ৮৬ নম্বর প্রেমিসেস, ১৪৩ নম্বর হোল্ডিং-এ অবস্থিত 'নির্ঝর অ্যাপার্টমেন্ট' -এর প্রথম ফ্লোরে ৮৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট ১/ডি নম্বর ফ্ল্যাটের সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা- দিগলা, জে.এল. নং ১৮, এস.পি. নং ১৫৭, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট/দাগ নং ১৫৩৯(পি)-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ-- উত্তরে- এস.পি. নং ১৫৮, দক্ষিণে- ১৬ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পূর্বে- ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা এবং পশ্চিমে- এস.পি. নং ১৫৫/৩।	০৮.১২.২০২৫	১৬,৪৯,০১৩/-
৭.	শ্রী অসীম নস্কর এবং শ্রী তিতাস নস্কর, WB0070610002297 (কলকাতা শাখা)	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত পিন- ৭০০১৪৪, ১২৩/বি গোলপুকুর রোডের হোল্ডিং-এ অবস্থিত প্রথম ফ্লোরে ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট ই-২ নম্বর ফ্ল্যাট (কিন্তু ডিড বা দলিল অনুযায়ী যা সি নম্বর ফ্ল্যাট হিসেবে পুনর্নামকরণ করা হয়েছে) -এর সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা- বারুইপুর, জে.এল. নং ৩১, আর.এস. নং ৭১, তৌজি নং ২৫০, আর.এস. খতিয়ান নং ২৭১ এবং আর.এস. দাগ নং ৮২৩-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ- উত্তরে- ৮২৩ নম্বর দাগের এ ও বি নম্বর প্লট, দক্ষিণে- পালের বাড়ি, পূর্বে- মিউনিসিপ্যাল রাস্তা এবং পশ্চিমে- ফাঁকা জমি।	০২.১২.২০২৫	১০,৩০,৪৮০/-
৮.	শ্রী দেবজিৎ ঘোষ এবং শ্রীমতী শ্রাবণী ঘোষ, WB0070610003490 (কলকাতা শাখা)	হাওড়া জেলার (পুরানো) শিবপুর এবং (নতুন) এজেসি বোস বি গার্ডেন থানার অন্তর্গত হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের ৯১/১ বাকসারা ভিলেজ রোডের হোল্ডিং-এ অবস্থিত প্রথম ফ্লোরে উত্তর দিকে ১০৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট ২০১ নম্বর ফ্ল্যাটের সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা- শিবপুর এবং পিন- ৭১১১১০-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ- উত্তরে- বাকসাড়া ভিলেজ রোড, দক্ষিণে- ৯২ বাকসারা ভিলেজ রোড, পূর্বে- সাধারণ যাতায়াতের পথ এবং পশ্চিমে- ৯১ বাকসারা ভিলেজ রোড।	০২.১২.২০২৫	২৬,৮৫,৪৪২/-
৯.	শ্রী সুরেশ রাউত এবং শ্রীমতী মুন্নি রাউত, WB0070110002054 (কলকাতা শাখা)	বাগুইআটি থানার অন্তর্গত পিন- ৭০০০৫৯, উত্তর অর্জুনপুরের এনবি-২৫ নম্বর প্রেমিসেস, আরজিএম-১৫/২৭ নম্বর হোল্ডিং-এ অবস্থিত গ্রাউন্ড ফ্লোরের দক্ষিণ অংশে ৪২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা- অর্জুনপুর, জে.এল. নং ৭, তৌজি নং ১৫১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৬৪ এবং দাগ নং ৩৪-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:- উত্তরে- তপন তালুকদারের বাড়ি, দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে- যোগেন্দ্র নাথ পালের জমি এবং পশ্চিমে- দেবাশিস ঘোষের কারখানা।	১৮.০৩.২০২৬	১,২২,৮৪৩/-
১০.	শ্রী ইন্দ্রনীল সিংহ এবং শ্রীমতী জয়া ভট্টাচার্য, WB0460110002850 (দুর্গাপুর শাখা)	বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া থানার অন্তর্গত অর্ধগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মৌজা- লখনবান্ধিতে অবস্থিত ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি। উক্ত জমিটি জে.এল. নং ১৯, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৭৪/৬৬৮, খতিয়ান নং ২৮৪ এবং বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ৭২৭-এর অন্তর্ভুক্ত (ঋণগ্রহীতা)। এডিএসআর শালতোড়া অফিসের একতিয়ারভুক্ত (২৬.০৯.২০২৩ তারিখের আই-০১১১০১৫৪৩ নম্বর রেজিস্ট্রিকৃত দলিল অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ)। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ- উত্তরে- অসিত কর্মকারের জমি, দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে- ১২ ফুট চওড়া মেটাল বা পিচ রাস্তা এবং পশ্চিমে- কল্যাণ অধিকারীর বাড়ি।	২৭-০২-২০২৬	২২,২৯,৫৮০/-

এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানার বহির্দরজায় সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

তারিখ : ৩০.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা
জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

GIC HOUSING FINANCE LTD.

রেজি. অফিস - ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (বারাসত শাখা) - ৩য় তল, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন - ৭০০১২৭
শাখা অফিস (কলকাতা শাখা) : ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি বি ডি বাগ, রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন - ৭০০০০১

প্রতীকী দখল নোটিশ

বিষয় - দখল নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এর সাব রুল (১) সংস্থান অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **জিআইসিএইচএফএল** এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্তনাম্নীগণকে বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে, ফলে **জিআইসিএইচএফএল** সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের **প্রতীকী দখল** নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা.)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকা দখলের তারিখ
১.	শ্রীমতি গুঞ্জা গোন্ড, WB0770600000569 (বারাসত শাখা অফিস)	জমির পরিমাপ এরিয়া ১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি তদস্থিত ৬১০ বর্গফুট কমবেশি একতলা পাকা ভবন , চিহ্নিত প্লট নং বি, মৌজা- নলডাঙ্গা, জেএল নং ৬, আরএস দাগ নং ৮৪৪, এলআর দাগ নং ৫৮৬, এলআর খতিয়ান নং ২১৮ এবং ১৫০৮ বর্তমান ৪১৩৬ এবং ৪১৩৭, অবস্থিত থানা -চুঁচুড়া, দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- হুগলি, অফিস এডিএসআর চুঁচুড়া অধিক্ষেত্রে, চৌহদ্দি : উত্তরে : এলওপি নং এ। দক্ষিণে : হোল্ডিং -মহাদেব সাধু এর। পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : হোল্ডিং নং জগবন্ধু দাস।	২০,৪০,৯৯৪/-	১৫.১২.২০২৫	২৭.০৩.২০২৬
২.	শ্রী মিঠুন সরদার এবং শ্রীমতি সঞ্চিতা মজুমদার, WB0770600000695 (বারাসত শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট নং এস-২, ৩য়তল (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) পরিমাপ ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া স্টেট-৩, ভবন অবস্থিত মৌজা-ব্রহ্মপুর,জেএল নং ৩২, দাগ নং ৬৪২, খতিয়ান নং ১৭৭, জমির এরিয়া ০৫ কাঠা , কলকাতা পৌর সংস্থা অধিক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং ১১১, বরো নং ১১, প্রেমিসেস নং ৫১, রবীন্দ্রপল্লি, ব্রহ্মপুর, থানা- রিজেন্ট পার্ক(বর্তমানে বাঁশদ্রোণী), এস আর আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৮৪, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সুরেশ দেবনাথের প্লট। দক্ষিণে : পুকুর। পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : শ্রী দাশগুপ্ত এর ভবন।	২১,৮৭,৪৬৯/-	০২.১২.২০২৫	২৪.০৩.২০২৬
৩.	শ্রী পরিমল মন্ডল এবং শ্রী উজ্জ্বল মন্ডল, WB0770600000668 (বারাসত শাখা অফিস)	জমির পরিমাপ ৩.৫০ শতক, অবস্থিত মৌজা- গোপীনাথপুর, জেএল নং ১৩৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৫৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২০৩৫, চৌবেড়িয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, হোল্ডিং নং ২৯০, গোপীনাথপুর, পো : ঘোনজা, থানা : গোপাল নগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর -বনগাঁ। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : যমুনা নদী। দক্ষিণে : ১৪ ফুট চওড়া রোড। পূর্বে : সুভাষ এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : পলাশ মন্ডলের সম্পত্তি।	৮,৯১,৩০৭/-	০২.১২.২০২৫	২৭.০৩.২০২৬
৪.	শ্রী সুকান্ত শূর এবং শ্রীমতি ঝুম্পা শূর, WB0770600000634 (বারাসত শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থতলে, পরিমাপ ৯২৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং এক কার পার্কিং স্পেস নং ৪, একতলায় পরিমাপ ১৮৩.৩৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ভবনের নাম মলিনা দেব কুঞ্জ, অবস্থিত মৌজা-চক্রঘাটা, জেএল নং ২৬, আরএস দাগ নং ৬৮, খতিয়ান নং ৫১২, জমির পরিমাপ ১৫ কাঠা ৪ ছটাক ৭ বর্গফুট, মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ৫, হোল্ডিং নং ১০, ঋষি অরবিন্দ রোড, পো : মধ্যমগ্রাম এবং থানা- বারাসত, এডিএসআর বারাসত, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে ১০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। পূর্বে : অজয় সাহা এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।	১৭,২৩,০০১/-	০২.১২.২০২৫	২৫.০৩.২০২৬
৫.	শ্রী উত্তম বার এবং শ্রীমতি রিঙ্কু বার, WB0770600000676 (বারাসত শাখা অফিস)	বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি, ২য়তলে, উত্তর দিকে, পরিমাপ ৪৯০ বর্গপুট কার্পেট এরিয়া সমপরিমাপ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ভবনের নাম নন্দলাল অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত মৌজা- দিগলা, জেএল নং ১৮, আরএস নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩, জমির এরিয়া ০৩ কাঠা, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৭৮, আরএস খতিয়ান নং ৩১৩, দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধিক্ষেত্রে, ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং নং ৭০, হেলথ ইনস্টিটিউট রোড, পো এবং থানা - দম দম, এডিএসআর কাশীপুর দম দম অধীন, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জহর সরখেল। দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পূর্বে : অশোক হালদার। পশ্চিমে : সুনীল দাস, রমেন দাস।	২১,৮৭,২৩০/-	১১.১২.২০২৫	২৫.০৩.২০২৬
৬.	শ্রীমতি সন্দীপা মহাপাত্র, WB0770600000541 (বারাসত শাখা অফিস)	জমির পরিমাপ এরিয়া ৩ কাঠা কমবেশি তদস্থিত তিনতলা পাকা ভবন মোট পরিমাপ আনুমানিক ৩৮৬৪ বর্গফুট কমবেশি (তার থেকে ১২৮৮ বর্গফুট কমবেশি একতলা, ১২৮৮ বর্গফুট কমবেশি দোতলা এবং ১২৮৮ বর্গফুট কমবেশি তিনতলা), চিহ্নিত প্লট নং পি-১, মৌজা- হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩৫, আরএস দাগ নং ৯১৪, আরএস খতিয়ান নং ৯৭, অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ১০২/১, কালিপুর এক্সটেনশন, থানা -বেহালা, বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, ওয়ার্ড নং ১২২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর বেহালা অধিক্ষেত্রে চৌহদ্দি : উত্তরে : শান্তি রঞ্জন আচার্য। দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া রোড। পূর্বে : প্লট নং পি -২। পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ।	১৪,৭২,৫৫২/-	১৩.০১.২০২৬	২৫.০৩.২০২৬
৭.	শ্রী অলোক বণিক এবং শ্রীমতি রত্না বণিক, WB0770600000359 (বারাসত শাখা অফিস)	জমি পরিমাপ এরিয়া ২ কাঠা কমবেশি সমপরিমাপ ৩.৩০ শতক কমবেশি মৌজা-কাইরা, পরগনা- আনোয়ারপুর, জেএল নং ১৪২, আরএস নং ১৩১, তৌজি নং ১৪৬ হাল ১২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬০৪, এলআর খতিয়ান নং ৭১২, বর্তমানে ৪৮২৯, অবস্থিত কাইরা, কদম্বগাছি, থানা -দত্তপুকুর, কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত অদীন, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর কদম্বগাছি অধিক্ষেত্রে, চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার কাঁচা পথ। দক্ষিণে : সাগর দাস এর সম্পত্তি। পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ কাঁচা পথ। পশ্চিমে : সাগর দাস এর সম্পত্তি।	২৭,১০,৫৯২/-	১৩.০১.২০২৬	২৫.০৩.২০২৬
৮.	শ্রী গোপাল সাহা এবং শ্রীমতি রুমকি বিশ্বাস, WB0070110004318 (কলকাতা শাখা অফিস)	ভবন ব্লক এ-৩, তদস্থিত ভিকি হাউসিং কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং ১০৬, একতলায় পরিমাপ ৬০৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ১১৬, মোল্লাপাড়ারোড, মৌজা- মোল্লাপাড়া, জেএল নং ৭৬, আরএস নং ১১, তৌজি নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৭২, এলআর খতিয়ান নং ১০৬, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৮৬৮, ৮৭১, ৮৭৩, ৮৭৯, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৯৮ এবং ৯৯৮, থানা- বারাসত বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, পো- কাজিপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন -৭০০১২৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৪ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। দক্ষিণে : বিক্রয়যোগ্য এরিয়া দাগ নং ১৭২, ১/০১ গৌরব গুপ্তা এবং অন্যান্য। পূর্বে : ২১ ফুট চওড়া মোল্লাপাড়া রোড। পশ্চিমে : দাগ নং ১৭১ পুরানো ভবন-ড্রিমজ ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস এর।	১৩,১২,৬২৬/-	১৪.০১.২০২৬	২৪.০৩.২০২৬

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তির বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে **জনসাধারণকে** এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যেকোনো অংশ নিয়ে কাজ কারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ নিয়ে যেকোনো কাজ কারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থের জন্য জিআইসিএইচএফএল **সম্পূর্ণ পেমেন্ট পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।**
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ৩০.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা
জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

সন্দেশখালি থেকে বেতনি নদীর ওপর ব্রিজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: 'পঞ্চাশ হাজার ভোটে সন্দেশখালি বিধানসভায় জেতান, বেতনি নদীর ওপর বিশাল ব্রিজ আমরা করে দেব।' সন্দেশখালির সভা মঞ্চ থেকে ঘোষণা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রবিবার এভাবেই সন্দেশখালির মাটিতে দাঁড়িয়ে সুন্দরবনবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিলেন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড।

বিধানসভার প্রাক্কালে নদীমাতৃক দীপাঞ্চল সন্দেশখালির মাটিতে পা রাখলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থেকে শুরু করলেন তাঁর নির্বাচনী প্রচার। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জয় করলেন সুন্দরবনবাসীর মন। আগামী মাসের ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় পর্বের ভোট। তার আগেই ব্যাটেল গ্রাউন্ড অর্থাৎ হট বিধানসভা সেই সন্দেশখালি লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মহিলা, নারী সুরক্ষা নিরাপত্তা নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন গর্জে উঠেছিল বাংলা তথা গোটা দেশের মানুষ। সেই সন্দেশখালিতে এদিন পা রাখলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বছর ঘুরেছে। ঝড়-বৃষ্টি মাথার উপর থেকে চলে গেছে। সেই সন্দেশখালি প্রতিবাদীরা আজকের তৃণমূলের ছত্রছায়া। যাদের হাতে এক সময় ঝাঁটা, লাঠি ছিল তাঁদের হাতে এখন তৃণমূলের পতাকা। তাঁরাই আজ এখানকার ভূমিপুত্র ঝরনা সরদার তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে ভোটের প্রচারে মাঠে নেমে পড়েছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁরা ভোট ভিক্ষা করছেন। আর তার মধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবিবারে সরবেড়িয়া হাই স্কুল মাঠের এই জনসভা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এদিন নদীমাতৃক দীপাঞ্চল সন্দেশখালি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নদী এবং সড়কপথে অভিষেকের-সহ মঞ্চের দিকে হাজার হাজার কর্মী, সমর্থক হাজির হয়েছেন। গোটা সভামঞ্চ ঘিরে পুলিশে নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি সাদা পোশাকেও পুলিশি নজরদারি চলে ড্রোনের মাধ্যমে। নজরদারির পাশাপাশি গোটা অঞ্চল সিসি ক্যামেরায় মরে ফেলা হয়েছিল। সভা মঞ্চ থেকে সন্দেশখালির উন্নয়নের দায়িত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কাঁধে নিয়ে ঘোষণা করেন, 'সন্দেশখালির ১০০ পরিবারকে জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে উন্নয়নে সব দায়িত্বভার আমার কাঁধে, ৫০ হাজার ভোটে সন্দেশখালি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীকে জেতান। বেতনি নদীর উপর বিশাল ব্রিজ আমরা করে দেব। দীর্ঘদিন সুন্দরবনের মানুষের দাবি থাকলেও বাম আমলে কেউ তা পূরণ করেননি। তাই আমরা ২৬ সালে নতুন করে ক্ষমতায় আসলেই সন্দেশখালি দ্বীপ অঞ্চলের উন্নয়ন আমরা নিজের কাঁধে তুলে নেব।' সেই সঙ্গে সন্দেশখালি ও উত্তর ২৪ পরগনার উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। সব মিলিয়ে বিধানসভার প্রাক্কালে সন্দেশখালির মাটিতে পা রেখেই বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেন। এবং কর্মীদের উদ্দেশ্যে একাধিক বার্তা দিয়ে গেলেন তৃণমূলের যুবরাজ। বলা বাহুল্য, আগামীদিনে সন্দেশখালি সহ গোটা বসিরহাট সাংগঠনিক জেলায় প্রচারের রাজনৈতিক ঝড়ের সূচনা করে দিয়ে গেলেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দেবাংশুর ফল খারাপ হলে তার জন্য দায়ী থাকবেন রচনা, বেলাগাম অসিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে টিকিট না পেয়ে আগেই বিক্ষুব্ধ ছিলেন তিনি। এবার বেলাগাম চুঁচুড়ার বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদার। মাঝে একটু শান্ত হয়েছিলেন বটে। তবে, ফের বেলাগাম অসিত। সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রুপবাজির অভিযোগ তুললেন তিনি। শুধু তাই নয়, 'এবারের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের ফল খারাপ হলে তার জন্য দায়ী থাকবেন রচনা।' একেবারে সাংবাদিক বৈঠক করে সোজাসাপটা কথা অসিত মজুমদারের। অসিত বলেন, 'রচনা চায় না দেবাংশু জিতুক। সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতা ওঁর নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারেবারে বলেছেন সকলকে নিয়ে চলতে। অথচ উনি সেটা করছেন না।' এরপরই ক্ষোভ উগরে দিয়ে অসিত দাবি করেন, 'মমতার কান ভাঙিয়েছেন রচনা। সেই কারণেই আমি টিকিট পাইনি।' তিনি আরও বলেন, 'আমি এখনও বিধায়ক। অথচ মিছিলে আমার নাম নেই। রচনা মিছিল করবে দেবাংশুকে নিয়ে। আর অর্ডার দেবে। এটা মেনে নেব না। ৭৪ জন বিধায়ক যাঁরা টিকিট পায়নি তাঁদের অপমান করেছে। কে রচনা তিন দিনের যোগী। ও দল শেখাবে? ও চায় না দেবাংশু জিতুক।'

অসিত দীর্ঘদিনের তৃণমূল বিধায়ক ছিলেন। দক্ষ সংগঠকও। সেই কথা আবারও বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। এ দিন, সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন তবে কী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরে-ধীরে মমতার বিশ্বস্ত হয়ে উঠছেন? অসিত বলেন, 'নাচাকোদার লোক হলে হবে। আমরা তো নাচাকোদার লোক নই। সিপিএম-এর সঙ্গে লড়াই করা লোক। আমরা পাউডার স্নো মেখে এক ঘণ্টা বাদে বাদে মুখ ওয়াস করি না। যাঁরা মুখ ওয়াস করে দিদির সামনে যায় দিদির ভাল লাগে তাঁদের।' মনখারাপ করে তিনি এও বলেন, 'দিদি পুরনোদের বিশ্বাস করছে না। দল যা বলে দিয়েছে তাই করেছি। রচনা শুধু অভিষেক আর দিদিকে মিথ্যা কথা বলে এই সর্বনাশ করেছে।' এরপর রচনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'দম থাকলে চুঁচুড়ায় নির্দলে দাঁড়ান আমিও, দাঁড়াবো নির্দলে। যদি না ওর থেকে বেশি ভোট পাই মাথা ন্যাড়া করে হুগলি জেলায় ঘুরব।' এদিকে রচনা বলেন, 'নতুন প্রার্থী ঠিক করেন সুপ্রিমো আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর পুরনো প্রার্থী হলে ঠিক হয় মূলত মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসা আর আস্থার উপর। এরপর সেই কাজ করে আইপ্যাক। সেই জায়গায় জয়ী হলেই পুরনো প্রার্থী রিপিট হয়।'

জামালপুরে ২১৯ বাসিন্দার নাম বাদের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নাম বাদের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের অন্তর্গত বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের ১৭ নম্বর বুথ শালিমডাঙা গ্রামে নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত প্রথম সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমশই বাড়ছে এলাকার মানুষের মধ্যে। জানা গিয়েছে, প্রকাশিত ওই তালিকা থেকে গ্রামের মোট ২১৯ জন বাসিন্দার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই নাম বাতিলের ঘটনার জেরে শনিবার থেকেই ক্ষোভ বাড়তে থাকে গ্রামের মানুষের। এর পরেই রবিবার শালিমডাঙা সবজি বাজারে সেই ক্ষোভ এক বিশাল গণবিক্ষোভের রূপ নেয়। শতাধিক মানুষ হাতে বৈধ নথি নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন। তাঁদের দাবি, কোনও প্রকার স্বচ্ছতা বজায় না রেখেই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সাধারণ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা জানান, ১৭ নম্বর বুথের ৩৩৬ জন বাসিন্দাকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায়, তার মধ্যে ২১৯ জনের নামই বাদ পড়েছে। ঘটনায় তাঁরা হতবাক হয়ে পড়েছেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় পিতার নাম নথিভুক্ত থাকলেও এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও পুত্রদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি স্বামী ও পিতার নাম নথিতে থাকা সত্ত্বেও বহু মহিলার নাম বাদ পড়েছে। বিক্ষোভকারীরা সরাসরি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন যে, যদি কমিশন একজনকেও অবৈধ নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করতে পারে, তবে তিনি যেকোনো শাস্তি মেনে নেবেন তারা। এক বিক্ষোভকারী দাবি করেন, দুই কন্যার জন্য একই নথি জমা দেওয়া হলেও একজনের নাম তালিকায় উঠেছে এবং অন্যজনের নাম বাদ পড়েছে। প্রয়োজনে তারা এবার ডিএনএ টেস্ট করারও দাবি জানান। তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন জানিয়েছেন, 'গ্রামবাসীদের এই ক্ষোভ সঠিক। জামালপুর ব্লকের তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোকেই নিশানা করে এই নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।' তবে তিনি সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পাশে রয়েছেন এবং কোনো বৈধ ভোটার যাতে তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা হবে। অন্যদিকে জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যদি কারোর নথি সঠিক থাকে তাহলে তার নাম কখনই বাতিল হবে না। অযথা বিক্ষোভ না করে সঠিক নথি জমা করুক সকলে। কমিশনের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরণের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

মিষ্টিমুখ করে বিরুডিহায় প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যে নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা। সেইমত রবিবার সকাল সকাল কাঁকসার বিরুডিহা গ্রামে প্রচার শুরু করেন তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার। এদিন গ্রামে প্রচার শুরু করতেই দেখা যায়, বাবার কোলে চড়ে ছোট শিশু মিষ্টি খাওয়ায় প্রার্থীকে। ছোট শিশুর হাতে মিষ্টি খেয়ে এদিন গ্রামে প্রচার শুরু করেন প্রদীপ মজুমদার। তবে এদিন গ্রামে ঢুকতেই প্রার্থীকে দেখে প্রবীনদের যেমন আশীর্বাদ করতে দেখা যায়। তেমনই অনেকেই গলায় মালা পরিয়ে তাঁকে সমর্থন জানাতে দেখা যায়। এদিন কর্মী, সকর্থকদের নিয়ে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে প্রচার শেষ করে। এরপর প্রদীপ মজুমদার জানান, তাঁরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকেন। মানুষের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু সামনে নির্বাচন। তাই ফের একবার গ্রামের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা, পাশে থাকার জন্য আবেদন জানাতে প্রচারে বের হয়েছিলেন। মানুষ তাঁকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। জেতার ব্যাপারে সম্পুর্ন আশাবাদী প্রদীপবাবু বলেন, তাঁর বিধানসভা এলাকায় যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে। তার নিরিখে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই আবার সমর্থন জানাবেন। এদিন বিরুডিহা গ্রামে প্রচার সেরে, বাঁশকোপা গ্রামে প্রচার সারেন প্রদীপ মজুমদার।

দলবদলু তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ইন্দ্রনীল সেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ছোঁয়া নাকি সব দলেই রয়েছে। এমনকী, তাঁদের প্রধান প্রতিপক্ষ যে বামেরা সে কথাও স্বীকার করেন ইন্দ্রনীল। বিজেপিকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে বিস্ফোরক চন্দননগরের তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন। যে সকল বিজেপির নেতারা এক সময় তৃণমূলের ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিদায়ী মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপির প্রার্থী হতে গেলে বায়োডাটায় দেখা হয় কত বছর তৃণমূল হয়ে করেছেন।' চন্দননগর জ্যোতির মোড়ে তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন সভা করে এমনই মন্তব্য করেন। সেখানেই তিনি বলেন, 'কত বছর তৃণমূলের হয়ে কাজ করেছেন বিজেপি প্রার্থী হতে গেলে সেটাই তার যোগ্যতা মান। কেউ পাঁচ বছর কেউ তিন বছর কেউ দু'বছর। উত্তরবঙ্গের নিশীথ প্রামাণিক থেকে অর্জুন সিং-শুভেন্দু অধিকারী সবার বায়োডাটা দেখুন। যারা তৃণমূল করেছে তারাই বিজেপির প্রার্থী।' এরপরই তাঁর সংযোজন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ছোঁয়া সব দলেই রয়েছে। উনিই ঠিক করেন কে প্রার্থী হবেন, কে জয়যুক্ত হবে কে মন্ত্রী হবেন।' এরপর তিনি বলেন, 'নরেন্দ্র মোদী আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই লাইনে বিশ্বাস করেন। মোদীর লাইনে মানুষের আপত্তি। কারণ আধারের লাইন, আধার লিঙ্কের লাইন, গ্যাসের লাইন এইসব। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাইনের মধ্যে দিয়ে যুবসাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার পায় মানবিক ভাতা পান মানুষ।'

বীরভূমের হাসন কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন মিল্টন রশিদ।

বোলপুর পুরসভার উৎসর্গ মঞ্চে আয়োজিত হল কৃত্যাঞ্জলি আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব।

প্রচারের ফাঁকে বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীর সৌজন্য বিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের এবারের নতুন মুখ ডক্টর কল্লোল সাহা। গতকাল রাতে দু'জনেই ভোট প্রচার করতে করতে উপস্থিত হন সোনামুখী ব্লকের নিত্যানন্দপুর মার্কেটে। সেখানে চলছিল হরির নাম কীর্তন। হাজার হাজার মানুষের সমাগম। ঘুরতে ঘুরতে বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীর সামনাসামনি দেখা হয়ে যায়। যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বয়সে অনেকটাই বড় তাই বিজেপি প্রার্থী দিবাকর ঘরামীকে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে। এরপরেই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন ডাক্তার কল্যাণ সাহা। দুই প্রার্থীর মধ্যে সৌজন্য বিনিময় হয়। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাক্তার কল্যাণ সাহা বলেন, 'এটা কোনও রাজনৈতিক জায়গা না। এটা হরির নাম কথা চলছে। এখানে হাজার মানুষ মিলিত হয়েছেন। দিবাকর আমার থেকে ছোট, তাই সালাম করতে পারলাম না বুকে জড়িয়ে নিলাম। এবং তাঁকে শুভেচ্ছা জানালাম। তবে বিশেষ কোনও কথা হয়নি।' বিজেপি প্রার্থী দিবাকর ঘরামী বলেন, 'ওনাকে আমি চিনি না, কোনও দিন দেখিনি, দেখার ইচ্ছা ছিল। তবে ডাক্তার বাবু সম্মানীয় ব্যক্তি বয়সে বড়। উনি জড়িয়ে ধরলেন। এটা শুধুমাত্র সৌজন্য। তবে তৃণমূল হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আর বিজেপি সৌজন্যের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে রাজ্যবাসীকে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা, হিংসা নয় সকলে সৌজন্যের রাজনীতি করো।'

বর্ধমান দক্ষিণে জোড়া নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নির্বাচনী দামামা বেজে উঠতেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যেই বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১০ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনী কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার। যৌথ কার্যালয় উদ্বোধন ও উপস্থিতি সাধারণত এককভাবে ওয়ার্ড ভিত্তিক কার্যালয় খোলা হলেও, এবার বিশেষ কৌশলে দুটি ওয়ার্ডের নির্বাচনী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একসাথে কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। এদিন ফিতে কেটে এবং কর্মীদের লাড্ডু খাইয়ে ও মুখ মিষ্টি করে শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দুই ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। উপস্থিত ছিলেন, আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য কমিটির সদস্য সৈয়দ মহম্মদ সেলিম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কার্যালয়টি হবে বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাসের প্রচার ও নির্বাচনী সমস্ত রণকৌশল ঠিক করার প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকেই বাড়ি বাড়ি প্রচার, লিফলেট বিলি এবং সভার সমস্ত কর্মসূচি সমন্বয় করা হবে। লক্ষ্য ২০০ আসন ও চতুর্থবার মমতা সরকার গঠনের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পরেশ চন্দ্র সরকার আত্মবিশ্বাসের সুরে জানান, 'আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ২০০-র কাছাকাছি আসন পাবে। গোটা রাজ্য জুড়েই জোরালো প্রচার চলছে। মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের মতো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন।'

নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় উত্তাপ বাড়ছে। এবার বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এল নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মীদের রাজনৈতিক পরিচয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত জেলা শাসক দপ্তরের চার কর্মীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি।

বিজেপির জেলা নেতৃত্বের দাবি, জেলা শাসক দপ্তরের অধীনে কর্মরত সঞ্জীব দত্ত, আলোক মণ্ডল, সুবীর রায় এবং রানা উপাধ্যায় এই চারজন বর্তমানে নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। অথচ তাঁরা শাসকদল ঘনিষ্ঠ একটি কর্মচারি সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। বিজেপির অভিযোগ, অতীতেও এই ধরনের দ্বৈত ভূমিকার কারণে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটানোর ঘটনা ঘটেছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে এই চার কর্মীকে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে সরানোর দাবি জানিয়ে কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী এ বিষয়ে বলেন, 'আমরা চাই একটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। সেই কারণেই আগাম সতর্কতা হিসেবে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে এনেছি। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন।' তবে এই সমস্ত অভিযোগকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সংগঠনটি। এবিষয়ে সঞ্জীব দত্ত বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই সমস্ত কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এই ধরনের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।'

খড়গপুরে চার্জশিট পেশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: রবিবার বিকেলে খড়গপুর জেলা দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপি নেতৃত্ব রাজ্যস্তরে প্রকাশিত চার্জশিটের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে চার্জশিট পেশ করে। উপস্থিত ছিলেন দলের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি তথা খড়গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ, জেলা সভাপতি সমিত মণ্ডল, খড়গপুর গ্রামীণ বিধানসভার প্রার্থী তপন ভুঁইয়া সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। বৈঠকে রাজ্যের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে চার্জশিটে কড়া সমালোচনা করার পাশাপাশি জনস্বার্থে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরা হয় চার্জশিটে। দলের জেলা নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষের সমস্যা, দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সহ বিভিন্ন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এই চার্জশিট তৈরি করা হয়েছে।

উত্তরপাড়ায় নির্বাচনী প্রচার সাড়লেন বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন চক্রবর্তী।

রথীনের হয়ে প্রচার কাকলির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: চার বারের সাংসদ ও তৃণমূল কংগ্রেসের বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বিধায়ক, প্রার্থীদের জন্য ভোট প্রচারে নামলেন জোরকদমে। রবিবার মধ্যমগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রথীন ঘোষের সমর্থনে দেওয়াল লিখন করেন তিনি। এদিন বারাসাতের সাংসদ মধ্যমগ্রামের দিগবেরিয়া অঞ্চলে দেওয়াল লিখে বার্তা দিলেন, 'বারাসাত সাংগঠনিক জেলার ৭ বিধানসভা আসনই আগামী দিনের মতো তৃণমূল কংগ্রেসের অধীনে থাকবে। বিরোধী যতই আস্ফালন করুক না কেন মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের পক্ষেই রায় দেবেন।'

বিশ্বনাট্য দিবস উদযাপিত সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: সিউড়ি জোনাকি রঙ্গমঞ্চে উদযাপিত হলো বিশ্বনাট্য দিবস। সিউড়ি ইয়ং নাট্য সংস্থা বিগত ১৮ বছর ধরে স্থানীয় সকল নাট্যদলদের ঐক্যবদ্ধ করে অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে এই দিনটি উদযাপন করে থাকে। এবছর ২৭ মার্চ, সিউড়ি জোনাকি ক্লাব ও রক্ষাকালী ক্লাবের সহযোগিতায়, এই উৎসবের আসর বসেছিল জোনাকি রঙ্গমঞ্চে। এদিন উদ্বোধনী পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব রজকুমার সাহা, সুবিনয় দাস, নাট্য অভিনেতা সন্দীপ রুজ, সহ অন্যান্য নাট্য ব্যক্তিত্ব বর্গ। প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের পর বিশ্ব নাট্য দিবসের ইতিহাস এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন বিশিষ্ট সঞ্চালক সুশান্ত রাহা। সমগ্র উৎসবটি জোনাকি ক্লাবের প্রবীণ নাট্য কর্ণধার প্রয়াত তপন নারায়ণ রায়চৌধুরী ও সদ্য প্রয়াত সাঁইথিয়া আসর নাট্যম নাট্য দলের কর্ণধার বিজয় কুমার দাসের স্মৃতিতে নিবেদন করা হয়।

প্রচারে বেহুলা নদী বাঁচাতে সচেতনতার বার্তা মালদার তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই বেহুলা নদী বাঁচানোর কথা মানুষের কাছে তুলে ধরছেন মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ। প্রার্থীর মুখ থেকে এমন সচেতন বার্তা শুনতে পেয়ে যেন হতচকিত হয়ে পড়ছেন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের সাধারণ মানুষ। অনেকেই আবার প্রার্থীর সামনেই জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের কথা তুলে ধরেছেন। কেউ কেউ আবার বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের একাংশ ও সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়কের উদাসীনতার অভিযোগ করছেন। শুধু তাই নয়, এই কেন্দ্রের সাংসদও বিজেপি থাকলেও তাঁকে জানিয়ে বেহুলা নদীর জমি মাফিয়াদের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয় নি বলেও তৃণমূল প্রার্থীকে অভিযোগ করেছেন বহু মানুষ। আর এতেই রীতিমতো বেহুলা নদীর একাংশ দখলকে ঘিরেই বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ।

মূলত এই বেহুলা নদীটি প্রবাহিত হয়েছে পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি ও সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বড় অংশ দিয়ে। মহানন্দার এই শাখা নদীর এখন অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বসেছে বলে অভিযোগ। আর এই বেহুলা নদী সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের আবেগ বলেও দাবি করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষের অভিযোগ, কয়েক বছর আগেও ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে বেহুলা নদীর সংস্কার শুরু করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সেই টাকা বন্ধ করে দেয়। জব কার্ডধারীরাও কাজ হারান। তার জেরে আজ মালদার ঐতিহ্যবাহী এই বেহুলা নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন

হতে বসেছে। বিজেপির মদতেই জমি মাফিয়ারা নদীর বড় অংশ দখল করছে। ভোট প্রচারের মাধ্যমে মানুষের কাছে এই নদীর বাঁচানোর ক্ষেত্রে সচেতন বার্তা তুলে ধরছি।

যদিও এপ্রসঙ্গে বিজেপির মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, 'ওই দলের প্রার্থীর কথা শুনে মনে হচ্ছে এতদিন তৃণমূল ঘুমিয়েছিল। সাধারণ মানুষ জানে জমি মাফিয়াদের দল তৃণমূলের মদতেই নদীর বিভিন্ন অংশ দখল করছে। যেভাবে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প এবং বাংলা আবাস যোজনা টাকা তছরুপ করা হয়েছে তার হিসাব ওই সরকার দিতে পারে নি। আর এখন ওরা ভিত্তিহীন প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলছে।' উল্লেখ্য মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের মহানন্দার একটি শাখা নদী হচ্ছে বেহুলা। এটি এই কেন্দ্র দিয়ে হবিবপুরের টাঙন নদীতে গিয়ে মিশেছে। এই বেহুলা নদীকে ঘিরে পৌরাণিক নানান গল্পকথিত রয়েছে। একসময় নাকি লক্ষ্মীন্দরের শবদেহ কলার ভেলায় করে এই নদী পথ দিয়েই স্বর্গদ্বারে যান দেবী বেহুলা। নদীপথে যাওয়ার সময় বেহুলা তাঁর স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে এই মালদা কেন্দ্রের কয়েকটি জায়গায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেই থেকেই মানুষের কাছে এটি বেহুলা নদী নামে পরিচিত। এছাড়াও আরও অনেক গল্প রয়েছে এই নদীকে ঘিরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের বেহুলা নদীর সব থেকে খারাপ অবস্থা হচ্ছে সাহাপুর এবং মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাটিতে। বেহুলা নদীর অধিকাংশ জায়গায় ঘাস আর কচুরিপানায় সবুজ মাঠে পরিণত হয়েছে। নদীর জলের অংশ আস্ত একটা সরু নালার মতো হয়ে গিয়েছে। মূলত সাহাপুর এলাকার কয়েকটি জায়গায় বেহুলা নদীর বিভিন্ন অংশ ভরাট করে দখল করেছে জমি মাফিয়ারা বলে অভিযোগ। আর এতদিন বিষয়টি নিয়েই বেহুলা বাঁচাও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন বহু মানুষ। কিন্তু তারপরেও কোনও লাভ হয় নি। নদী ও পরিবেশ বাঁচাও সমিতির মালদা জেলার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন, 'এই নদীতে একসময় অসংখ্য মৎস্যজীবীরা মাছ চাষ করে জীবিকা চালাতেন। কিন্তু এখন বেহুলা নদীটি ধীরে ধীরে দখল হতে বসেছে। জমি মাফিয়ারা ভরাট করছে বেহুলার অংশ। কোথাও আবার নদীর এক দিকের মুখ আটকে চাষবাস চলছে।' মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, 'সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপির দখলে। এই এলাকার বিধায়ক বিজেপির, সাংসদও বিজেপির। এত কিছুর পরেও আস্ত একটা নদীর কোনও সংস্কার করার উদ্যোগ তাঁরা নেন নি। বছরখানেক আগে রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বেহুলা নদী সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে বেহুলা নদী সংস্কার শুরু হয়। অসংখ্য জব কার্ডধারীরা কাজও পেয়েছিলেন কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অদ্ভুতভাবে এই প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দেয়। যাতে করে মাঝপথেই নদী সংস্কারের কাজ আটকে যায়। নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে বেহুলা নদীর গুরুত্ব মানুষের কাছে তুলে ধরছি।' উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'এখন সামনে নির্বাচন। তাই তৃণমূল যা পারছে তাই বলছে।'

সংকটেও দেশে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক, পর্যাপ্ত মজুতও: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাত ও হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার প্রেক্ষাপটে দেশবাসীর উদ্বেগ দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকার জানাল, দেশে পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজির পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং জ্বালানি সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। সরকার নাগরিকদের গুজবে কান না দিয়ে আতঙ্কে অতিরিক্ত কেনাকাটা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশজুড়ে সমস্ত পেট্রোল পাম্প স্বাভাবিকভাবে চলছে। কাঁচা তেলের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার রয়েছে এবং সব শোধনাগার উচ্চ ক্ষমতায় উৎপাদন করছে। পেট্রোল ও ডিজেলের সরবরাহেও কোনও ঘাটতি নেই। চাহিদা অনুযায়ী এলপিজি উৎপাদনও বাড়ানো হয়েছে। সরকার পেট্রোল ও ডিজেলে প্রতি লিটারে ১০ টাকা উৎপাদন শুল্ক কমিয়েছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ডিজেলে ২১.৫ টাকা এবং এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলে (এটিএফ) ২৯.৫ টাকা প্রতি লিটার রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, পাইপড গ্যাস (পিএনজি) ও সিএনজির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ সরবরাহ বজায় রয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ শতাংশ এবং সার কারখানাগুলিকে ৭০-৭৫ শতাংশ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত এলএনজি ও আরএলএনজি আমদানির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। মার্চ মাসে ২.৯ লক্ষের বেশি নতুন পিএনজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এলপিজি সরবরাহও স্বাভাবিক রয়েছে। প্রতিদিন ৫৫ লক্ষের বেশি গ্যাস সিলিন্ডার বিতরণ করা হচ্ছে এবং কোনও ডিলারের কাছে ঘাটতির খবর নেই। অনলাইন বুকিং ৯৪ শতাংশে পৌঁছেছে এবং ডেলিভারি অথেনটিকেশন কোড ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ ধাপে ধাপে বাড়িয়ে আগের স্তরের প্রায় ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে। সরকার অতিরিক্ত ৪৮,০০০ কিলোলিটার কেরোসিন বরাদ্দ করেছে এবং কয়লার অতিরিক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করেছে, যাতে এলপিজির ওপর চাপ কমে। মজুতদারি ও কালোবাজারি রুখতে দেশজুড়ে প্রায় ২,৯০০টি অভিযান চালিয়ে প্রায় ১,০০০ সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তেল বিপণন সংস্থাগুলি ১,২০০-র বেশি পাম্প ও গ্যাস এজেন্সিতে নজরদারি চালিয়ে ৪৮০টি নোটিস জারি করেছে। সমুদ্রপথে সরবরাহও স্বাভাবিক রয়েছে। পশ্চিম পারস্য উপসাগর এলাকায় ১৮টি ভারতীয় জাহাজে ৪৮৫ জন নাবিক কর্মরত রয়েছেন। দু'টি এলপিজি জাহাজ প্রায় ৯৪,০০০ মেট্রিক টন গ্যাস নিয়ে ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। একটি ৩১ মার্চ মুন্দ্রই এবং অন্যটি ১ এপ্রিল নিউ ম্যাঙ্গালুরু পৌঁছবে। দেশের সব বন্দরেই কাজকর্ম স্বাভাবিক রয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়া ও উপসাগরীয় অঞ্চলে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। দূতাবাসগুলি ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় রয়েছে এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫.২৪ লক্ষ ভারতীয় দেশে ফিরেছেন। যেসব এলাকায় আকাশপথ বন্ধ, সেখানে বিকল্প রুটে যাত্রীদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৬ হাজার গ্রাহক এলপিজি সংযোগ ছেড়েছেন: নীরজ

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: জ্বালানি সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাঁদের পাইপের গ্যাস সংযোগ আছে, তাঁরা অনেকেই এলপিজি ছেড়ে দিচ্ছেন। যাঁদের শুধুই এলপিজি আছে, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই এই পদক্ষেপ। শনিবার পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার গ্রাহক তাঁদের এলপিজি সংযোগ ছেড়ে দিয়েছেন বলে রবিবার সমাজমাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের সচিব নীরজ মিত্তল। নাগরিকদের এই ভাবে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে বাকিদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এই সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সেখান থেকে এলপিজি ছাড়ার আবেদন করা যাবে।

কেরলম এবার পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছে, আত্মবিশ্বাসী মোদী

পালাক্কাড়, ২৯ মার্চ: কেরলম এবার পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার কেরলমের পালাক্কাড়ে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি কেরলমে এক নতুন ও স্বতন্ত্র শক্তি অনুভব করছি। এই রাজ্য পরিবর্তনের এক স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। এনডিএর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং জনগণের মধ্যে বিজেপির প্রতি সমর্থন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এখানে পালাক্কাড়ে আপনাদের এই বিপুল উৎসাহ ও বলিষ্ঠ উপস্থিতি প্রমাণ করে যে কেরলের মনোভাব একটি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন, কেরলম বিজেপি এবং এনডিএ উভয়ের উপরেই আস্থা রাখছে। কেরলমের নারীদের বিজেপি এবং এনডিএর প্রতি অনুরাগ আছে। এখন কেরলমের কৃষকদের বিজেপি এবং এনডিএর প্রতি ভালোবাসা আছে।'

জনসভায় মোদী দাবি করেন, অপকর্ম ফাঁসের ভয়ে বিজেপিকে নিশানা করছে ইউডিএফ ও এলডিএফ। তিনি বলেন, 'ইউডিএফ ও এলডিএফ উভয়ই বিজেপিকে নিশানা করছে, কারণ তাঁরা আশঙ্কা করছে, বিজেপি তাদের অতীতের অপকর্ম ফাঁস করে দেবে। কয়েক দশক ধরে এলডিএফ এবং ইউডিএফ বড় বড় কেলেঙ্কারিতে জড়িত থেকেও একে অপরের বিরুদ্ধে কখনও সত্যিকারের কোনও পদক্ষেপ নেয়নি, বরং কেবল ফাঁকা বিবৃতি দিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এলডিএফ ও ইউডিএফের করা সমস্ত কেলেঙ্কারির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। এই সম্ভাবনাটিই উভয় দলের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, টিম বিজেপি এবং টিম এনডিএ এখানে সরকার গঠনের জন্য কাজ করছে। কেরলমের জনগণের আশীর্বাদে, আপনাদের আশীর্বাদে, আমরা এখানে সরকার গঠন করব এবং কেরলমের সেবায় আমরা কোনও খামতি রাখব না। এনডিএর লক্ষ্য হল, কেরলমের জনগণের স্বপ্ন পূরণ করা। কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকাকালীন আমরা কেরলমের উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'নির্বাচনের সময় পর্দার আড়ালে সব সময় প্রশ্ন ওঠে যে, কোন দল কার 'বি টিম'। আমি আপনাদের কাছে আসল সত্যটা তুলে ধরছি। সারা দেশে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা প্রায়ই হাত মেলায়। তারা ইন্ডি জোটে একসঙ্গে আছে। তারা এর আগে দিল্লিতে একসঙ্গে সরকারও গঠন করেছে। এমনকী, তামিলনাড়ুতেও উভয় দল জোটে রয়েছে। তবে কেরলমে কংগ্রেস এবং বামেরা একে অপরের প্রতিপক্ষ হওয়ার ভান করে। তাই আপনাদের উভয় দল সম্পর্কেই সতর্ক ও সচেতন থাকা উচিত।'

পালাক্কাড়ের জনসভা থেকে বামেদেরও তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা কী করেছে, তা গোটা দেশ জানে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'কংগ্রেস ও বামেদের অতীত কর্মকাণ্ড দেখলেই বোঝা যায়, তারা যেখানেই ক্ষমতায় আসে, সব কিছুরই অবনতি ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে বামেরা কী করেছে তা গোটা দেশ জানে, এবং ভারতজুড়ে কংগ্রেস শাসনের প্রভাবও সকলে প্রত্যক্ষ করেছে।' তাঁর কথায়, 'কেরলমও এই একই অপশাসনের চক্রে ভুগেছে। সরকারি কর্মচারীদের বেতন প্রদানে বিলম্বের খবর সামনে এসেছে এবং পেনশন বিতরণেও নানা সমস্যার কথা প্রকাশ্যে এসেছে।' মোদী বলেন, 'বিজেপি সর্বদা নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন পদ্ধতির প্রচার করে এসেছে।আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা বা আবাসন, যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, আজ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিতে নারীরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পান।বিধানসভা ও সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমরা নারী শক্তি বন্ধন আইনও পাশ করেছি।'

পশ্চিম এশিয়ায় ৩৫০০ অতিরিক্ত মার্কিন সেনা সৌদি আরবের এয়ারবেসে হামলা ইরানের

ওয়াশিংটন, ২৯ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক উপস্থিতি আরও জোরদার করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সেন্ট্রাল কম্যান্ডের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩,৫০০ অতিরিক্ত সেনা ইতিমধ্যেই অঞ্চলে পৌঁছেছে। জানা গেছে, এই সেনাদের ইউএসএস ত্রিপোলি (এলএইচএ ৭) যুদ্ধজাহাজের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং তারা ৩১তম মেরিন এক্সপেডিশনারি ইউনিটের অংশ। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে যুদ্ধবিমান, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং অ্যাম্ফিবিয়াস অপারেশনের সরঞ্জাম। মার্কিন সামরিক বাহিনী সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে, ইরানকে ঘিরে সম্ভাব্য স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওয়াশিংটন। দ্রুত মোতায়েনযোগ্য এই বাহিনী সমুদ্র ও স্থল; উভয় ক্ষেত্রেই অভিযান চালাতে সক্ষম।

এদিকে, শনিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, পেন্টাগন আরও প্রায় ১০,০০০ অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করছে। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট জানিয়েছেন, তেহরান যদি পারমাণবিক কর্মসূচি না থামায় এবং হুমকি অব্যাহত রাখে, তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কঠোর পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। বিশ্লেষকদের মতে, পশ্চিম এশিয়ায় চলমান উত্তেজনার মাঝে এই সামরিক মোতায়েন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

অন্য দিকে, রবিবার সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ারবেসে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় মার্কিন বায়ুসেনার অত্যাধুনিক ই-৩জি সেন্ট্রি 'অ্যাওয়াক্স' নজরদারি বিমান সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) হামলার দায় স্বীকার করে জানিয়েছে, এই যৌথ হামলায় মার্কিন জ্বালানি সরবরাহ ও বিমান সহায়তা বহরকে লক্ষ্য করা হয়েছিল। তাসনিম সংবাদ সংস্থার দাবি, হামলায় একাধিক সামরিক বিমান ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে।

জানা গিয়েছে, হামলাটি অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে চালানো হয় এবং বিমানটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাডার ডোমকে লক্ষ্য করে আঘাত হানা হয়। এই অংশেই অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপিত থাকে, যা বিমানটির মূল কার্যক্ষমতার কেন্দ্র। হামলার ফলে বিমানটির পিছনের অংশে ব্যাপক কাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি 'অপারেশন এপিক ফিউরি'-র অংশ হিসেবে বিমানটি ওই ঘাঁটিতে মোতায়েন করা হয়েছিল। বিভিন্ন রিপোর্টে জানা গিয়েছে, এই হামলায় ছয়টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ২৯টি সশস্ত্র ড্রোন ব্যবহার করা হয়। হামলায় অন্তত ১৫ জন মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। আইআরজিসি আরও জানিয়েছে, লক্ষ্যবস্তু বিমানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং পাশেই থাকা আরও কয়েকটি বিমানে গুরুতর ক্ষতি হয়েছে। যদিও মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড এখনও এই হামলার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি। উল্লেখ্য, ই-৩ 'অ্যাওয়াক্স' বিমান মার্কিন বায়ুসেনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকাশ নজরদারি ও কমান্ড প্ল্যাটফর্ম, যা ২৫০ মাইলেরও বেশি দূরত্বে নজরদারি চালাতে সক্ষম। এই বিমান ধ্বংস হওয়ায় অঞ্চলে মার্কিন নজরদারি ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুর দুই আসনে লড়বেন বিজয়, দিলেন দুর্নীতিতে লিপ্ত না-হওয়ার বার্তা

চেন্নাই, ২৯ মার্চ: তামিল অভিনেতা ও টিভিকে প্রধান বিজয় রবিবার তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন। আসন্ন তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে দু'টি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বিজয়। টিভিকে প্রধান বিজয় পেরাম্বুর এবং তিরুচি পূর্ব থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এছাড়াও টি নগর থেকে এন আনন্দ, ময়িলাপুর থেকে পি ভেঙ্কটারমানন, ভিলিভাক্কাম থেকে আধব অর্জুন, গোপিচেত্তিপালয়াম থেকে সেনগোত্তাইয়ান ও তিরুচেনগোডের প্রার্থী হচ্ছেন অরুণ রাজ। রবিবার অভিনেতা এবং টিভিকে প্রধান বিজয় তিরুচিরাপল্লিতে এক অনুষ্ঠানে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। বিজয় এখনও পর্যন্ত ২৩৪টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন।

প্রার্থী ঘোষণা ছাড়াও তামিলনাড়ুর জনগণকে বড়সড় আশ্বাস দিলেন অভিনেতা তথা টিভিকে প্রধান বিজয়। রবিবার চেন্নাইয়ে এক দলীয় অনুষ্ঠানে অভিনেতা এবং টিভিকে প্রধান বিজয় বলেন, 'আমি জনগণকে টিভিকে এবং আমাদের 'বাঁশি' প্রতীককে ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা কেবল জনগণের জন্যই আছি, এবং সর্বদা জনগণের জন্যই থাকব। জেতার পর আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা কখনও জনগণের অর্থের অপব্যবহার করব না বা দুর্নীতিতে লিপ্ত হব না। আমরা নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব, একটি মাদকমুক্ত তামিলনাড়ু গড়ব এবং কঠোর আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখব। আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি; আমরা কখনও এই রাজ্যের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করব না। এটাই আমার প্রতিশ্রুতি। আমি তামিলনাড়ুর জনগণকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি, তামিলনাড়ুর কল্যাণের জন্য টিভিকে-কে একটি সুযোগ দিন।'

বিজয় আরও বলেন, 'আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, যেদিন আমরা জনগণের প্রকৃত রক্ষকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের প্রার্থীরা সাধারণ পরিবার থেকে এসেছেন। তাঁরা বিপুল ধনসম্পদ বা ক্ষমতার অধিকারী নন। তাঁরা এমন মানুষ যাঁরা সাধারণ মানুষের সংগ্রাম বোঝেন। অন্য দুর্নীতিগ্রস্ত বিধায়কদের মতো নন। একজন বিধায়কের শুধু অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল সততা, দায়িত্ববোধ এবং জনগণের প্রতি অঙ্গীকার। একজন বিধায়ক শুধু একজন প্রতিনিধি নন, তাঁরা বিধানসভার রক্ষক এবং জনগণের কণ্ঠস্বর। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক প্রার্থীকে সতর্ক বিবেচনার পর নির্বাচন করেছি।'

নকশাল-মুক্ত ভারত নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযান নিয়ে সোমবার আলোচনা হবে লোকসভায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নকশাল-মুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। নকশালমুক্ত ভারত গড়ার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এই বছরের ৩১ মার্চ। মঙ্গলবারই সেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে। তার একদিন আগে, সোমবার নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযান নিয়ে বিশেষ আলোচনা হবে লোকসভায়। লোকসভার কার্যসূচি অনুযায়ী, নকশালবাদ নির্মূলের প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনার জন্য সোমবার সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। বিধি ১৯৩ অনুসারে, শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডে এই আলোচনা শুরু করবেন।

ময়দান

''মুম্বইচা রাজার'' দাপটে প্রথম ম্যাচেই হার কেকেআরের, উঠলো একাধিক প্রশ্ন !

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াংখেড়ের আলো ঝলমলে মঞ্চে আবারও নিজের সাম্রাজ্যের প্রমাণ দিলেন রোহিত শর্মা। 'মুম্বইচা রাজা' নামে পরিচিত এই তারকা ব্যাটসম্যান তাঁর দুরন্ত ৭৮ রানের ইনিংসে সহজ জয় এনে দিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-কে। অন্যদিকে, নতুন মরশুমের শুরুতেই ধাক্কা খেল কলকাতা নাইট রাইডার্স।

টসে জিতে মুম্বইয়ের অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান কেকেআরকে। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে এবং ফিন অ্যালেন। মাত্র চার ওভারে ৫৭ রান তুলে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে দেন তারা। বিশেষ করে হার্দিকের এক ওভারে রাহানের ২৬ রান ম্যাচের গতি অনেকটাই বদলে দেয়।

তবে এই ঝড় থামান শার্দূল ঠাকুর। ধীরগতির বল কাজে লাগিয়ে তিনি প্রথমে অ্যালেনকে ফেরান। অ্যালেন ৩৭ রান করে ফিরে গেলে কিছুটা ধাক্কা খায় কেকেআর। এরপরও রাহানে নিজের ছন্দ বজায় রেখে ৪০ বলে ৬৭ রান করেন। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত শার্দূলের শিকার হন। মাঝের ওভারে জসপ্রীত বুমরাহ ও ট্রেন্ট বোল্ট রান তোলার গতি অনেকটাই কমিয়ে দেন।

তবুও কেকেআর দু'শো রানের গণ্ডি পার করে মূলত অঙ্গকৃষ রঘুবংশী এবং রিঙ্কু সিং-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদানে। রিঙ্কু ২১ বলে ৩৩ রান করেন। শেষ পর্যন্ত কেকেআরের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২২০ রান, যা ওয়াংখেড়ের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে লড়াই করার মতো স্কোর হলেও খুব নিরাপদ ছিল না।

রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে দেখা যায় রোহিতকে। প্রায় এক বছর পর এই সংস্করণে ফিরে এসে তিনি বুঝিয়ে দেন কেন তিনি এখনও সেরাদের একজন। তাঁর ব্যাট থেকে একের পর এক চমৎকার পুল শট ও বাউন্ডারি বেরিয়ে আসে। ৬টি ছক্কা ও ৬টি চারের সাহায্যে তিনি ৭৮ রান করেন। যদিও শতরানের কাছাকাছি পৌঁছে তিনি আউট হন অনুকূল রায়-এর দুর্দান্ত ক্যাচে, ততক্ষণে ম্যাচ অনেকটাই মুম্বইয়ের মুঠোয় চলে গিয়েছে।

রোহিতকে যোগ্য সঙ্গ দেন রায়ান রিকেলটন। তিনি ৪৩ বলে ৮১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন।

ঐতিহাসিক সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রথম ডিভিশনের তিন ফরম্যাটেই চ্যাম্পিয়নশিপে কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি ২০২৫-২৬ মরশুমে নজির গড়ল কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট। কলকাতা ক্লাব ক্রিকেটের প্রথম ডিভিশনের তিনটি ফরম্যাট; লিগ, ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি;সবকটিতেই সিএবি চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে জায়গা করে নিয়ে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে এই ১৪০ বছরের প্রাচীন ক্লাব।

শনিবার জোড়া জয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়ায় কুমোরটুলি। অম্বর রায় সাব-জুনিয়র কলকাতা ফার্স্ট ডিভিশন ওয়ানডে ম্যাচে মায়াঙ্ক ঝাঁর ১০১ রানের ইনিংস নজর কাড়ে। পাশাপাশি পবনের ৫৫ রান ও ১ উইকেট, সায়ন পালের অপরাজিত ৬৮ রান ও ২ উইকেট এবং আখতারের ৩ উইকেট দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একই দিনে সিএবি ফার্স্ট ডিভিশন ওয়ানডে-তে কাস্টমসকে ১৪ রানে হারায় তারা।

রবিবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বালিগঞ্জকে ৬৭ রানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করে কুমোরটুলি।

ক্লাবের এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, পরিশ্রম এবং দলগত সংহতি। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র কোচ দেবজ্যোতি চ্যাটার্জি, সুনন্দ চক্রবর্তী ও দেবর্ষি ব্যানার্জীর প্রচেষ্টায় দলটি ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স করেছে। পাশাপাশি যুবরাজ যাদব, মায়াঙ্ক ঝাঁ, ক্যাপ্টেন পবন, আরশিমার সিং, সায়ন পাল, বিরাজ মাল্য-সহ একাধিক ক্রিকেটার মরশুম জুড়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। অভিজ্ঞ রঞ্জি খেলোয়াড় অনির্বাণ গুপ্ত, সোয়েব খান ও অনীশ দত্তরাও দলের ভিত শক্ত করেছেন।

ক্লাবকে ধারাবাহিক ভাবে উন্নতির নেপথ্যে রয়েছে ক্রিকেট ইনচার্জ তথা সিএবি আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়দানে বালুদা নামেই পরিচিত প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। একসময় খেলোয়াড় হিসেবে এই ক্লাবে শুরু করেন তিনি। শরদিন্দু পালের হাত ধরে ক্লাবে যোগ দেন। পরে কোচ এবং বর্তমানে প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। পরবর্তীতে ক্লাবের কর্ণধার সর্দার আমজাদ আলী সিএবিতে পাঠান প্রসেনজিৎকে।

এরপর থেকে তিনি ক্লাবের সুখ দুঃখের সঙ্গী। ধারাবাহিক পথচলার ফল হিসেবেই আজকের এই সাফল্য এসেছে বলে মনে করা করছেন তিনি। প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দলের কোচিং স্টাফ এবং ক্রিকেটারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কুমোরটুলিকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। ঐতিহ্যবাহী এই ক্লাবের সামনে এখন একটাই লক্ষ্য;চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে মরশুমকে আরও স্মরণীয় করে তোলা।

হকি ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে চার গোল বাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গলকে মাঠেই জবাব দেবে মোহনবাগান। ডার্বির আগে এফসিআইকে ৮-৩ গোলে হারিয়ে এমনটাই জানিয়েছিলেন মোহনবাগান কোচ সিমরণজিৎ সিং। সেই কথা রাখল তার দল। রবিবার যুবভারতীর হকি স্টেডিয়ামে মোহনবাগানের হয়ে জোড়া গোল করেছেন ববি সিং ধামি। একটি করে গোল করেন মহম্মদ রাহিল এবং শ্রেয়াস ধুপে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন সিমরনজোৎ সিং।

ডার্বির আগে বড় জয় পেয়ে স্বস্তিতে ছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সেই আত্মবিশ্বাসের ছাপ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলায় শুরু থেকেই দেখা গেল। হকি স্টেডিয়ামের অ্যাস্ট্রোটার্ফে ম্যাচ খেলতে মুখিয়ে ছিল দুই শিবিরই। এদিন সমর্থকরাও এসেছিলেন ডার্বিতে প্রিয় দলকে সমর্থন করতে। যদিও ইস্টবেঙ্গল অপেক্ষা মোহনবাগান সমর্থক অনেক বেশি ছিল স্টেডিয়ামে। এদিন সদ্য প্রয়াত সমর্থক 'মোহনবাগান দিদা' শান্তি চক্রবর্তীকে স্মরণ করে গ্যালারিতে টিফো নামান সবুজ-মেরুন সমর্থকরা।* হকি ডার্বি দেখতে এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। মোহনবাগানের হয়ে জোড়া গোলের নায়ক ববি সিং ধামি বলেন, ডার্বিতে জয় আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ডার্বির গুরুত্ব সবাই জানে। এবার আমাদের লক্ষ্য ট্রফি জেতা। এত সমর্থকের সামনে খেলতে পেরে খুব ভালো লেগেছে।

তিন সোনায় চমক নতুন 'কোনি'র, অভাবকে হারিয়ে জলের রানি অঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছত্তিশগড়ের রায়পুরে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে ওড়িশার ১৫ বছরের কিশোরী অঞ্জলি মুন্ডা সাঁতারের বিশ্বে নতুন অধ্যায় লিখেছেন। ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে প্রথম স্থান দখল করার পর যখন তিনি জল থেকে উঠে ভি সাইন দেখাচ্ছিলেন, তখন তার মুখে ফুটে উঠেছিল জীবনের কষ্ট, অভাব আর লড়াইয়ের ছাপ। তিনটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে তিনটিতেই সোনা জিতে অঞ্জলি প্রমাণ করেছেন যে তার প্রতিভা শুধুমাত্র বয়স বা রাজ্য দিয়ে মাপা যায় না। সিনিয়র খেলোয়াড়দের সঙ্গে টক্কর দিয়েও এই কিশোরী প্রমাণ করেছেন, অর্থ কখনও সাফল্যের মধ্যে বাধা হতে পারে না। অঞ্জলির জীবন কিন্তু সহজ নয়। ওড়িশারের জাজপুরের এই মেয়ে অভাব আর অপুষ্টিতে বড় হয়েছেন। ঠিক যেন মতি নন্দীর 'কোনি'র গল্পের মতো। ছোটবেলায় ঠিক মতো খাবার না পাওয়া, আর নানা দৈনন্দিন কষ্টের মধ্য দিয়ে তার শৈশব কেটেছে। সেই জীবনে আলো দেখিয়েছেন একজন বঙ্গসন্তান কোচ; দীপঙ্কর দাস।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

রত্না দেবনাথ

তীর্থঙ্কর ঘোষ

কলতান দাশগুপ্ত

মেয়ের ন্যায়বিচারের আশায় পানিহাটির ভোটযুদ্ধে অভয়ার মা

শুভাশিস বিশ্বাস

দিন কয়েক আগে অভয়ার মা নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি বিজেপি প্রার্থী হতে চেয়েছেন। এরপরই তৃতীয় দফায় বিজেপি যে তালিকা প্রকাশ করে, তাতে দেখা যায় তাঁর নাম। বিজেপির প্রার্থী হয়ে এতোটাই উদ্বুদ্ধ হয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে জানান, 'এটি পানিহাটির মানুষের জন্য জয়। এখানকার মানুষ প্রতিবাদ করতে ভুলে গিয়েছেন। এখানে স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, মানুষের মৌলিক অধিকার, সরকার এসবই কেড়ে নিয়েছে। মহিলা হলেও স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন, মেয়েরা রাতে বাইরে বেরবে কেন? এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চাই। মহিলারা কেন রাতে বাইরে বেরবেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চাই। মহিলাদের সুরক্ষা দিতে চাই।' সঙ্গে এও জানান, তিনি মনে করেন বিজেপিই তাঁর মেয়ের বিচার দিতে পারবে। তাই বিজেপির প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরজি করের নির্যাতিতার পরিবারকে প্রার্থী হিসাবে পাওয়ার ইচ্ছা যে বিজেপি নেতৃত্বের ছিল, সে কথা বিজেপি সূত্রও অস্বীকার করছে না। তবে নির্যাতিতার পরিবার এত দিন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তাই পানিহাটিতে বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে নাম ছিল দলের পুরনো নেতা তথা রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি অনিন্দ্য (রাজু) বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু অভয়ার মায়ের ফোন যাওয়ার পরই পানিহাটিতে দলের প্রার্থীর নাম পুনর্বিবেচনা করা শুরু হয় বলে বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খ বর। অন্যদিকে এই কেন্দ্রে বামফ্রন্টের প্রার্থী হয়েছেন সিপিএমের কলতান দাসগুপ্ত। অভয়াকাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন কলতানও। পানিহাটিতে অভয়ার মা এবং কলতান ছাড়াও, লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন তৃণমূলের তীর্থঙ্কর ঘোষ। তিনি তৃণমূল নেতা নির্মল ঘোষের ছেলে। তবে এটা ঠিক যে যবে থেকে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল অভয়ার মা প্রার্থী হতে চান এই পানিহাটি থেকে, তখন থেকেই এই পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র চলে আসে সার্চ লাইটের আলোয়।

পানিহাটিতে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার পরই অভয়ার মা এও জানান, 'অনেক দিন ধরেই তাঁকে প্রার্থী হতে বলা হচ্ছিল। তবে রাজনীতিতে আসতে তিনি রাজি ছিলেন না। তবে পরে ভেবে দেখলেন যে, নারীদের নিরাপত্তা, নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে আর পশ্চিমবঙ্গকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাওয়া দুর্নীতি থেকে মুক্তি দিতে হলে তৃণমূলকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা দরকার। এরপরই তিনি বিজেপিতে যোগ দেন এবং প্রার্থী হতে রাজি হন। পাশাপাশি আরজি কর হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতির উদাহরণ টেনে তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করে জানান, তাঁর মেয়ে রোগীদের সেবা করতে ভালোবাসত, সুযোগ পেলে তিনিও সেই পথেই হাঁটবেন।

অন্যদিকে কলতানকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের দাবি জানান একাধিক বিজেপি নেতা।পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী বাম প্রার্থী কলতানের ব্যাপারে কোনও ধরনের বিষোদ্গার করতে দেখা যায়নি সন্তানহারা মাকে। বরং কলতানকে বলেন, 'ও আমার ছেলের মতো।' এখানেই শেষ নয়, বাম প্রার্থী কলতান যে আন্দোলনের অংশ ছিলেন, তা-ও মানেন নির্যাতিতার মা। এই প্রসঙ্গ টেনেই সন্তানহারা মা বলেন, 'কলতান আন্দোলন করেছে। ওর বিরুদ্ধে কিছু বলব না।' অন্যদিকে, এদিন নির্যাতিতার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করার সময়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কলতান প্রসঙ্গকে পাত্তাই দেননি শুভেন্দু। শুভেন্দুর বক্তব্য, তৃণমূলকে জেতাতে ও ভোট কাটানোর জন্যই বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়েছেন বামপ্রার্থীরা।

এদিকে হাত গুটিয়ে বসে নেই বাম প্রার্থী কলতানও। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরই সিপিআই(এম) কর্মীদের সঙ্গে দেওয়াল লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন নিজেই। পানিহাটি কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনিত সিপিআই(এম) প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত দেওয়াল লেখার পাশাপাশি করেছেন সাংগঠনিক বৈঠকও। তাঁকে আগরপাড়া পশ্চিম পাড়ে স্টেশন রোডে দেওয়াল লিখতেও দেখা যায়। পুলিশের লাঠি, জেলহাজতের মুখে দাঁড়িয়ে এই কলতান যুব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন দীর্ঘসময়।পানিহাটিতে 'অভয়া'-র বিচারের দাবিতে বারবার রাস্তায় নেমে করেছেন আন্দোলনও। আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ এই কলতান। প্রচারে নেমে পানিহাটির বিভিন্ন এলাকায় যান কলতান। কথা বলেন বিভিন্ন অংশের সঙ্গে। আবেদন জানান, বামপন্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার। কথা বলেন অটো চালক থেকে স্থানীয় দোকান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। গ্যাসের সঙ্কট থেকে বাজারের অবস্থা- কথা হয় সব নিয়েই। পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা করেন এলাকার মানুষদের সঙ্গে। আর অভয়ার মায়ের বিজেপির প্রার্থী হওয়া নিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'যখন গাড়ি আটকানো হয়েছিল তখন কে তৃণমূল আর কে বিজেপি, সেটা দেখেনি সিপিএম।' পাশাপাশি এও বলেন, 'যে কেউ রাজনীতিতে আসতে পারেন, কোনও অসুবিধা নেই। যখন আমরা গাড়ি আটকেছিলাম, রাত দখল করেছিলাম তখন কে তৃণমূল, কে বিজেপি দেখে করিনি। এর পাশাপাশি তিনি এও যোগ করেন, 'বর্তমানে এমন কিছু যদি আবার ঘটে তাহলে সিপিএম আবার তার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াবে।আমরা সবাই মিলে আবার গিয়ে গাড়ি আটকবো, আবার রাত দখল করব। আর যতই সেটিং হোক, আমরা এই বিচারের শেষ দেখে ছাড়ব।' সিপিএমকে প্রতিবাদের রাস্তা থেকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না বলেও জানান কলতান। প্রয়োজনে কবর থেকে ফাইল তুলে বার করে এনে অপরাধীদের আমরা শাস্তি দেব।' কলতান এদিন আরও বলেন, 'যে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ রাত দখলে নেমেছিলেন, তাদের আপনি যদি রাজনীতি বলেন, একটাই রাজনীতি ছিল। অভয়ার বিচার, অভয়াদের বিচার। আমরা ওই অভয়াদের বিচারের জন্য রাস্তায় আছি।'

তবে শুধু কলতান নয়, পানিহাটিতে জোরকদমে প্রচার করছে তৃণমূলও। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সারেন বর্তমান বিধায়ক নির্মল ঘোষের পুত্র তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ। এলাকার মানুষের সঙ্গে করছেন জনসংযোগও। বিজেপির অভয়ার মায়ের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তিনি গিয়েছেন,তাতে তাঁরা ব্যথিত।'তবে এই তীর্থঙ্কর ঘোষের বাবা, অর্থাৎ পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে দেখা যায় অভয়ার মাকে। বলেন, 'ওঁর বাবা যে কাজটা করেছিলেন, আমার মেয়েকে যাঁরা খুব করেছিল তারাও যতটা জড়িত, ততটা উনিও জড়িত। তথ্য প্রমাণ লোপাটের অপরাধে জড়িত।'

তবে এটাও ঠিক যে অভয়ার মায়ের বিজেপিতে যোগদান নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা বিতর্কও। অনেকেই এই পদক্ষেপকে কোথাও যেন মেনে নিতে পারছেন না। যেমন, অভয়া মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা তথা বামপন্থী চিকিৎসক নেতা ডাঃ তমোনাশ চৌধুরি এই প্রসঙ্গে জানান, 'অভয়ার মায়ের কাছে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই। আমাদের প্রশ্ন আছে পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর কাছে। অভয়া-কাণ্ডে সিবিআইয়ের ভূমিকা আপনি ভুলে গিয়েছেন?' পাশাপাশি অভয়ার মা-বাবার এই সিদ্ধান্তে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তাঁদের একাধিক প্রতিবেশীও। বাড়ির আশপাশের লোকজনের বক্তব্য, 'এটা ঠিক হল না। আমরা কেউ ভাবিনি যে উনি এমনটা করবেন।

এনিয়ে, তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিজেপির প্রার্থী তালিকায় অভয়ার মা। পানিহাটি কেন্দ্রে। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান জানিয়েই বলছি, আপনারা যাদের ফাঁদে পা দিলেন। অভয়ার যে ভয়ঙ্কর মৃত্যু ছিল, তাতে আমরাও প্রতিবাদী ছিলাম। আমরা সবাই বিকৃত প্রচারের বিরোধিতা করেছি। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যের, কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীকে ধরে ফেলেছিল। আপনারাই তো চেয়েছিলেন সিবিআইকে। ফলে হাইকোর্টও আপনাদের সিবিআই দিয়েছিল। কিন্তু তদন্তের পর দেখা গেছে, কলকাতা পুলিশ যে দোষীকে ধরেছিল, সেটাই ঠিক।'আরও বলেন, 'আপনারা ক্রমাগত বলছেন, সিবিআই বিচার দেয়নি। কিন্তু সিবিআই আসলে বিজেপির। আপনারা প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। এক মিনিটও সময় দেননি তাঁরা আপনাদের। উপেক্ষা করেছে। অপমান করেছে। আর আপনারা সেই বিজেপিরই প্রার্থী হলেন।'

এই প্রসঙ্গে সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতি দিতে দেখা যায় ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টকেও। সংগঠনের তরফে জানানো হয়, কে কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে ভোটে দাঁড়াবেন, সেটি একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এই নিয়ে সংগঠনের সমর্থন বা আপত্তি, কোনও কিছুই থাকার কথা নয়, উচিতও নয়। যাঁরা মনে করছেন যে এই পদক্ষেপের ফলে আন্দোলনের অবমাননা হচ্ছে, তাঁরা আগে প্রশ্ন তুলুক, এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সেই ব্যবস্থাই কি দায়ী নয়, যে ব্যবস্থা একজন সন্তানহীনা মাকে এই অনুভূতিতে পৌঁছে দিয়েছে যে, ক্ষমতার অলিন্দে না গেলে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না। পাশাপাশি সংগঠনের দাবি, এই আন্দোলন ছিল মানুষের তীব্র ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ। মানুষ নির্যাতিতার বিচার চাইতে যেমন পথে নেমেছিলেন, তেমনই নিজের ঘরের মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভেবেও আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। সঙ্গে এও জানানো হয়, সংগঠনের রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই, নির্যাতিতার মা যে কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচন লড়ার সিদ্ধান্ত নিলে, তাঁকে সমর্থন করার কোনও সুযোগ নেই। সেটি বিজেপি হোক, সিপিএম হোক, এসইউসিআই হোক বা কংগ্রেস হোক। তবে এটাও সত্যি, তিনি রাজ্যের প্রধান নির্বাচনী বিরোধীশক্তি হিসাবে একটি দলকে বেছে নিয়েছেন। শাসকদলকে ক্ষমতা থেকে উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে, সেখানে অংশগ্রহণ করে তিনি বিচার ছিনিয়ে আনবেন বলে ভাবছেন। কিন্তু সেই দল অন্যান্য বহু রাজ্যে বর্তমানে ক্ষমতায় এবং সেই রাজ্যগুলোতে বিভেদকামী রাজনীতির উদাহরণ বাদ রাখলেও, কেবল নারী নির্যাতনের সাপেক্ষে রেকর্ড ও তাদের ভূমিকা ভয়ানক। তারা এমন একটি দলের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, যেখানে বহু প্রভাবশালী নেতা নারী নির্যাতনের ঘটনায় সরাসরি যুক্ত থেকেও ক্ষমতার বলে দমন পীড়ন চালিয়েছে একাধিক নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারদের উপর। সেই দল শর্তসাপেক্ষে ন্যায়বিচার এনে দেবে এই ধারণা 'সোনার পাথরবাটি' ছাড়া কিছু নয়।' এদিকে নির্যাতিতার মা-বাবার বক্তব্য 'আন্দোলনকারীরা সবাই নিজের স্বার্থে আন্দোলন করেছে।' আর এখানেই ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের বক্তব্য, এই বক্তব্য গভীরভাবে আহত করেছে। এই প্রসঙ্গে বিবৃতিতে বলা হয়, 'এই আন্দোলনে আমরা যাঁদের আমাদের প্রতিনিধি বলে মনে করি, যাঁরা টানা বৃষ্টি ভিজে রাত জেগে রাস্তায় ছিলেন, তাঁরা কেউই ক্ষমতা বা নির্বাচনী 'স্বার্থের' জন্য নয়, বরং ন্যায়বিচারের দাবিতে পথে নেমেছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল এই অপরাধের পিছনে যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ কাজ করেছে তা সামনে আনা এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তন দাবি করা।'

তবে সবকিছুর পরে প্রশ্ন একটা থেকেই যাচ্ছে, ২০২৪ সালের ৯ অগাস্ট আরজি কর হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় ৩১ বছর বয়সি মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন করা হয়। সেই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশে। মেয়ের বিচারের দাবিতে লাগাতার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রাস্তায় হেঁটেছেন নির্যাতিতার মা-বাবা। তাঁদের দাবি মেনে ঘটনার তদন্তভার যায় কেন্দ্রীয় সরকারি তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে। পরবর্তীতে সিবিআই ও নরেন্দ্র মোদি সরকারের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনায় মুখর হতেও দেখা যায় অভয়ার মাকে। মেয়ের খ ুনিদের আড়াল করার মারাত্মক অভিযোগ তোলেন অভয়ার মা-বাবা। মাস কয়েক আগে বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। শেষ মুহূর্তে তাও ভেস্তে যায়। আর এখানেই অভয়া আন্দোলনের নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাতর প্রশ্ন, 'যাদের বিরুদ্ধে অভয়ার খ ুনিদের আড়াল করার অভিযোগ রয়েছে, উনি সেই দলেরই প্রার্থী হলেন? রত্নাদেবীর কাছে আবেদন, ভোট ভিক্ষা করতে গিয়ে নিজের মেয়ের প্রসঙ্গ আনবেন না।'

এদিকে সমগ্র ঘটনায় কোথায় যেন একটু হলেও তাল কেটেছে। যে আন্দোলনে যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে কোনওভাবে সংযুক্তও নন, তাঁদেরকেও দেখা গিয়েছিল এই আন্দোলনে সংক্রিয় অংশ নিতে। যাঁরা এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা বামপন্থী, এটা মানতে কোনও দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। আর বিজেপির টিকিটে ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত জানানোর সময় হঠাৎ-ই দেখা যায় সিপিএম-কে আক্রমণ করে বসেছেন তিলোত্তমার মা-বাবা। তিলোত্তমার মা দাবি করেন, সিপিএম নাকি নিজেদের স্বার্থে তাঁর মেয়েকে ব্যবহার করেছে। অথচ, আরজি করের ঘটনা যেদিন ঘটে, সেদিন ময়দানে দেখা গিয়েছিল সিপিএমের তরুণ মুখদের। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ময়নাতদন্তের পরই তিলোত্তমার রীতিমতো 'লুঠ' করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখনই কার্যত বুক চিতিয়ে পুলিশের গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন মীনাক্ষী, কলতানরা। সিপিএম বারবার দাবি করেছে, তাঁরা না থাকলে প্রমাণ লোপাট করে দেওয়া হত। আর অভয়ার মা-বাবার এই বক্তব্যের পর নিজেদের কোথায় যেন একটু হলেও কোথাও যেন গুটিয়ে ফেলেছেন শহরবাসীর একাংশ।

সিপিএমের বিরুদ্ধে যখন আঙুল তুলেছেন অভয়ার মা, তখন বামেদের তরফ থেকে একটা কথাই বলা হয়েছে যে, তাঁরাই এই ঘটনাটা সবার সামনে নিয়ে এসেছিল। তিলোত্তমার মা-কে সেলিম মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, পুলিশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল প্রথম বামেরাই। কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশে নয়, শুধুমাত্র মানবিক উদ্দেশে, একজন অসহায় মা-বাবার পাশে দাঁড়াতেই। এই ঘটনায় মুখে খে ালেন মীনাক্ষীও। এই মীনাক্ষীই তো আটকেছিলেন অভয়ার দেহ নিয়ে যাওয়ার গাড়িটিকে। অন্তত, সংবাদ মাধ্যম সূত্রে সবাই তাই জানেন। আর এই ঘটনা মিথ্যা হলে তো প্রশ্ন উঠে যায় সংবাদমাধ্যমের কর্মক্ষমতা নিয়েই। আর এখানেই মীনাক্ষীর প্রশ্ন, সেদিন কারা করেছিল রাজনীতি? যখন তাঁরা লড়াই করেছিলেন, সেইসময় নির্যাতিতা কোন দল করেন, তা তাঁরা দেখেননি। নারী সুরক্ষা নিয়েই ছিল তাঁদের লড়াইটা। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলছেন, বিচার সবাই চাইছে। কিন্তু কোনও পার্টির পক্ষ নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালে কি সত্যিই বিচার পাবেন?

আর এখানেই উঠছে সেই লাখ টাকার প্রশ্ন। ভোটে দাঁড়ালেই কি বিচার পাওয়া সম্ভব? এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ড। বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখে ফেরার সময় বাসের মধ্যে তরুণীকে গণধর্ষণ, অকথ্য অত্যাচার। এই ঘটনা নাড়িয়ে দেয় গোটা দেশকে। প্রতিবাদ-বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। মেয়ের বিচারের দাবিতে নির্ভয়ার মা-বাবারও এক দীর্ঘ লড়াই শুরু হয়। দীর্ঘ সাত বছরের সংগ্রাম। তাঁদের এই সংগ্রাম দেশে ক্রিমিনাল ল অর্ডিন্যান্স নিয়ে আসে। যে আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা হল মৃত্যুদণ্ড। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে তাঁরা সাফল্য পেয়েছেন। চার অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা দেয় আদালত। তবে, নির্ভয়ার মা-বাবার লড়াইয়ে কোনও রাজনীতির রং লাগেনি। বরং রাজনীতিতে একটা বড় প্রভাব ফেলেছিল। এই ঘটনা দেশের সরকার ফেলে দেয়। ২০১৪ সালে পরিবর্তন ঘটে। দেশে সরকার গঠন করে এনডিএ। আর আরজি করের ঘটনায় যেটুকু বিচার হয়েছে,তাতে অনেকটাই ভূমিকা রয়েছে নির্ভয়া কাণ্ডের। তবে বিশেষজ্ঞ মহল বলছে মেয়ের বিচারের জন্য ভোটের ময়দানে দাঁড়াতে হয়নি নির্ভয়ার মা-কে। সেখানে তিলোত্তমার মায়ের ভোটে দাঁড়ানোর বিষয়টা কতটা যুক্তিযুক্ত, সেই বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তবে সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন উঠছে যে, নির্ভয়া কাণ্ড যদি একটা সরকার ফেলে দিতে পারে, তাহলে তিলোত্তমার মা ভোটে দাঁড়ালে বাংলাতেও সরকার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন কি না তা নিয়ে। এদিকে আরজি করের ঘটনার পর বাংলায় সেভাবে কোনও বড় নির্বাচন হয়নি। হয়েছে, রাজ্যের ছ'টি বিধানসভার উপনির্বাচন। অনেকেই আশা করেছিলেন, আরজি করের এই ঘটনা উপনির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু, ফল ঘোষণার পর দেখা যায় আরজি করের কোনও প্রভাবই পড়েনি। ৬টি আসনেই জেতে তৃণমূল। তাহলে? আর এর উত্তরটাই পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে এখন গোটা বাংলা।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
নির্মল ঘোষ	তৃণমূল কংগ্রেস	৮৬,৪৯৫	৪৯.০৬ %
সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	বিজেপি	৬১,৩১৮	৩৫.০২ %
তাপস মজুমদার	কংগ্রেস	২১,১৬৯	১২.০১ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	২,৩৩৪	০১.০৩ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
পানিহাটি	২,৬৫,০০০	১,৯৮,৪৫৫	১,৯৭,৪৪১

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে পানিহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ।

প্রচারে বেরিয়ে খুঁদের সাথে খুনসুটি বীরভুম জেলার সিউড়ি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের।

প্রচারে উত্তরপাড়া কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়।